অশ্রুধারা

শ্রীইন্দুবালা ঘোষ

ভূমিকা

আমার জীবনে বহু শোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। সেই ঝড়ের ঘাত প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া, নীরবে ও নিভৃতে, যে সকল কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলাম, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাহারই সমষ্টি মাত্র। বারংবার বজ্রসম কঠোর শোকের আঘাতে মানুষের হৃদয় যে কিরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় ভাষায় বুঝি তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। তথাপি অন্তরের অন্তরতমস্থলে যাহা অনুভব করিয়াছি, এই কবিতাগুলিতে তাহাই প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তৎকালীন সংরক্ষণশীল হিন্দুসমাজে বালিকাদিগের সুশিক্ষা অপ্রচলিত থাকায় আমার শিক্ষার অসম্পূর্ণতাবশতঃ হয়ত আমার প্রয়াস সফল হয় নাই। অধুনা কবিতাপ্লাবিত বঙ্গভাষাকে আর একখানি কবিতা পুস্তকের দ্বারা ভারাক্রান্ত করিবার প্রয়োজন হয়ত ছিলনা, মুদ্রাকরের হস্তে এই গ্রন্থখানি সমর্পণ করিবার বাসনা কোনদিনই আমার ছিলনা, মনের আবেগে যাহা লিখিয়াছি আমার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সরলচন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাহা লোক সমক্ষে উপস্থাপিত করিলাম ; ইহাতে পাণ্ডিত্য বা লিপিচাতুর্য্য কিছুই নাই। তথাপিও এই কবিতাগুলি পাঠে যদি একটি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়েও কয়েক বিন্দু শান্তিবারি সিঞ্চিত হয়, তাহা হইলে লেখিকাও কিয়ৎপরিমাণে সান্ত্বনা পাইবে। ইতি

লেখিকা—

উৎসর্গ।

অনন্ত করুণাময় দয়াময় ভগবান্।
রোগ-শোক-দুঃখ-রাশি জীবন ফেলেছে গ্রাসি'।
বুঝিনা কিছুত দেব বুঝি শুধু তবদান॥
যা' দিয়াছ দয়াকরে' যা' নিয়াছ নিঃস্ব করে'
ছিঁড়িয়া হৃদয়-গ্রন্থি চূর্ণ করি হৃদি প্রাণ॥
কি মঙ্গল হল দেব জানিনা বুঝিনা হায়।
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে তীব্র শোকবেদনায়॥
সেই বেদনার রাশি সেই অশ্রু হাহাকার।
তোমার চরণে দেব ধরে দিনু উপহার॥
দিও দেব শান্তিধারা এই দুঃখিনীর প্রাণে।
চিরদিন কাটে যেন তোমারি মূরতি ধ্যানে॥
দিও সহিষ্ণুতা দেব, দিও বল হৃদিতলে।
দিও জ্ঞান প্রেম ভক্তি রাখিও চরণ তলে॥
আমার বলিতে আজ (ও) দিয়াছ হে যাহাদের।
রেখে যেন যেতে পারি তোমার চরণে ফের॥
আজ ওহে দয়াময় গোলোকবিহারী হরি
তব পদে' **'অশ্রুধারা'**, দিনু লও দয়া করি॥

লেখিকা।

—উপহার—

প্রদত্ত

হইল।

তারিখ.............................. শ্রী..

মুখবন্ধ।

এ নহে কবিতারাশি এনহে প্রীতির হাসি
এ নহে গো সুধারাশি আশার মোহিনীতান।
প্রতিদিন পলে পলে বুকফাটা অশ্রুজলে
দুঃখের পশরাখানি এনেছি করিতে দান॥
পিতৃশোকে মাতৃশোকে ভ্রাতৃশোকে ভগ্নীশোকে
স্বামিশোকে বিধবার, নিদারুণ শোকতান।
পুত্রশোকে কন্যাশোকে হৃদি ভাঙ্গা শত খান,
ভাল কি লাগিবে কা'রও শোকের করুণ গান?
হৃদয়ের স্তরে স্তরে কি বেদনা বলিবারে
তাই আসিয়াছি আজ, তোমাদের সন্নিধান।
সহানুভূতিতে ভরে যদি এরে শ্রদ্ধা করে'
পার তবে করো শুধু একবিন্দু অশ্রুদান॥

ভক্তি-উপহার

চিরস্নেহময়ী পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর চরণে

অশ্রুধারা

চির স্নেহময়ী ওমা জননী আমার।

গেছ কোন স্বর্গলোকে উজলিয়া আছ সুখে

বহু দুঃখ কষ্ট মাগো পেয়েছ অপার॥

সুখে দুঃখে স্নেহকোলে লয়েছ সন্তানদলে

আজ মাগো কিছু মনে পড়ে নাকি আর।

স্মরিয়া স্নেহের রাশি সদা অশ্রু জলে ভাসি

গাঁথিয়া সে অশ্রুধারা চরণে তোমার॥

দিলাম অঞ্জলি ভরি' লও মা করুণা করি

চিরস্নেহময়ী ওমা জননী আমার।

শোক সন্তাপেতে ভরা আমার এ 'অশ্রুধারা'

ঢালিয়া চরণে পাব সান্ত্বনা অপার॥

দুঃখিনী জননী তুমি দুঃখিনী তনয়া আমি

দুঃখিনীর দুঃখ ব্যথা বোঝ মা আমার।

সামান্য হলেও তবু উপেক্ষা করনি কভু

আজ দুঃখ-নিবেদন লও অশ্রুধার॥

সূচীপত্র।

অশ্রুধারা

দেব বিসর্জ্জন।

ভাগিরথী আনন্দেতে গে'ও নাক গান।
তিতি কত অশ্রুনীরে
এসেছি তোমার তীরে
করিতে আমরা আজ দেব বিসর্জ্জন।
তব তীরে রেখে যেতে সর্ব্বস্ব রতন॥

রোধ, গগনের দ্বার দিগঙ্গনাগণ।
এই শোক অশ্রুজল
পশে যদি নভস্তল
নিবাতে যে পারিবে না জীবনে কখনও।
আমরা এসেছি দিতে দেব বিসর্জ্জন॥

দাও পূর্ব্বাশার দ্বার, জগত লোচন।
এদিন দুপুর মাঝে
হৃদি ভেঙ্গে শত বাজে
চলে গেছে আমাদের আজ পিতৃধন।
আঁধারে ঢাকিয়া আজ দাও এ ভবন॥

রুদ্ধ হও সমীরণ বহিওনা আর।
হায় এই আৰ্ত্তনাদে
পৃথিবী গগন ফাটে
দেখিতে কি আসিয়াছ এই হাহাকার।
কোমল পরাণ শোকে গলিবে তোমার॥

জাহ্নবী! মা তোর তীরে দিয়ে বিসর্জ্জন।
জীবনের আশা সুখ
লয়ে হৃদিপূর্ণ দুঃখ
কোন্ প্রাণে ফিরে আজ যাব নিকেতন।
ঝাঁপায়ে পড়িয়ে দিব, দেহ বিসর্জ্জন॥

গিয়াছ কোথায়।

পিতা গিয়াছ কোথায়।
নাহি যেথা রোগ জ্বালা
নাহিক অশান্তি মলা
নাহি যথা হিংসাদ্বেষ আনন্দের ধাম
পিতা গিয়াছ সে স্থান॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
যেথা মন্দাকিনী কুলে
দেববৃন্দ কুতুহলে
অতুল আনন্দে করে বিভূগুণ গান।
পিতা গিয়াছ সে স্থান॥

পিতা গিয়াছ সেস্থান।
শোক তাপ পূর্ণধরা
রোগ শোক মৃত্যু জ্বরা
যেথা বিচলিত নহে করে এ জীবন।
পিতা গিয়াছ সে স্থান॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
ফেলে এ-সাধের ঘর
ফেলে আত্ম পরিবার
এ হতে কি ভাল পিতা সেই নিকেতন!
যেথা করেছ প্রস্থান॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
এসংসারে সুখ যাহা
তোমার ছিল ত তাহা
কেবল জামাতা শোকে ব্যথিত পরাণ।
তাই করেছ প্রস্থান॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
অভাগ্য সন্তানগণে
আর কি পড়ে না মনে
যাদের সুখের তরে ঢালিতে জীবন।
পিতা কোথায় এখন॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
রাজলক্ষ্মী জননীরে
সন্ন্যাসিনী সাজাইয়ে
কেমনে কোমল প্রাণ বেঁধেছ এখন।
গেছ কোন্ নিকেতন॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
তুমি ত দেবের ছেলে
দেব দেশে চলে গেলে
আমাদের রেখে গেলে কোথায় এখন।
পিতা এস নিকেতন॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
যাদের মলিন মুখ
দেখিলে ভাঙ্গিত বুক
থামাও থামাও পিতা তাদের রোদন।
পিতা এস নিকেতন।

পিতা গিয়াছ কোথায়।
এত হায় স্নেহ মায়া
এত ভালবাসা দয়া
মানবে সম্ভবে কভু, দেখিনি এমন।
পিতা দেবতা মতন॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
আমার জননী বিনা
নিদ্রাহার হইত না
তাঁরে ছেড়ে রহিয়াছ কোথায় এখন।
গেছ কোন্ নিকেতন॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
দেব আত্মা দেব ছিলে
দেব লোকে চলে গেলে
মরতের লীলা বুঝি ফুরাল এখন।
গেছ, শান্তি নিকেতন॥

পিতা গিয়াছ কোথায়।
যেথা থাক থাক ভাল
সুখে থাক চিরকাল।
জগদীশ পদে করি এই নিবেদন।
থাক শান্তিতে এখন॥

সন ১৩০৫ সাল।

সে বেশ কোথায়।

মাগো সে বেশ কোথায়।
জন্মহতে যেই বেশে
দেখিনু তোমারে শেষে
এবেশ দেখিয়া মাগো বিদরে হৃদয়।
আমাদের প্রাণ ভরা
নথ্‌টি নাকেতে পরা
হাতীপেড়ে শাড়ীখানি কোথা আজি হায়।

মাগো সে বেশ কোথায়।
হাতে দুটি লাল রুলি
সরু বেলয়ারিগুলি
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু কি শোভা তাহার।
রাজরাজেশ্বরীরূপ
হেরিতেছি কি বিরূপ
এবেশে তোমারে মাগো চেনা নাহি যায়।

মাগো সে বেশ কোথায়।
সংসারের কোলাহলে
প্রাণ অবসন্ন হলে
তোমার স্নেহের কোলে নিতাম আশ্রয়।

চুড়িপরা হাত গুলি
দিইতে মাথায় তুলি
বরা ভয় সম ঢেলে দিতে যে হৃদয় ॥

মাগো সে বেশ কোথায়।
নাহি রুলি নাহি হার
এ বেশে তোমারে আর
দেখিতে পরাণ যেন পুড়ে ছাই হয়।
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু
গগনের পূর্ণ ইন্দু
কে মুছাল, কেরে হেন কঠিন হৃদয় ॥

মাগো সে বেশ কোথায়।
সুধু হাত সাদা শাড়ী
দেহটি আবৃত করি
কেরে গৃহতলে পড়ে গড়াগড়ি যায়।
নাই সে আনন্দ হাসি
অশ্রুজলে যায় ভাসি
মায়ের বদনখানি পোড়ে এ হৃদয় ॥

মাগো সে বেশ কোথায়।
হায় সেই দুটি রুলি
সুধু সেই চুড়িগুলি
লালপেড়ে শাড়ীখানি নাই কি ধরায়।

কে নিঠুর শাস্ত্রকার
করে হেন অত্যাচার
কে দিল রে এ বিধান নির্ম্মম হৃদয় ॥

মাগো সে বেশ কোথায়।
এজনমে একবার
দেখিতে পাবনা আর
লক্ষ্মী প্রতিমার মত সে মুরতি হায় !
এই রে মলিন বেশ
দেখিতে হইল শেষ
এ বেশে হৃদয়ে যে রে বিষাদ ছড়ায় ॥

৩০শে ভাদ্র।

আরামে ঘুমাবে বলে।

বড় জ্বালা পেয়ে পিতা
ছেড়ে গেছে ধরাবাস।
দয়া ক'রে দয়াময়
কাছে রেখ বারমাস ॥

অনাহারে অনিদ্রায়
কত যাতনায় পিতা।
আজি সব জ্বালা ভুলে
নিশ্চিন্ত রয়েছ সেথা ॥

রোগ যন্ত্রণায় পিতা
প্রকাশিতে কাতরতা।
ব'হে যেত অশ্রুজল
পেতে হায় কত ব্যথা॥

কোন পুণ্যে পেয়েছিনু
তোমারে যে পিতারূপে।
হায় হায় হারাইনু
বল পিতা কোন পাপে॥

আরোগ্য হইবে পিতা
ছিল কত সাধ মনে।
আজিকে নিশ্চিন্ত হয়ে
চলে গেলে কি কারণে॥

শান্তিময় দেশে পিতা
শান্তি পেতে চলে গেলে।
স্বরগে আপন বাসে
আরামে ঘুমাবে বলে॥

দেবের মতন বেশ
দেবত্ব মাখান প্রাণ।
এ সংসারে হলনাকি
আরামের বাসস্থান॥

বড় যতনের ছিলে
পাওনিত দুঃখ লেশ।
বল কিবা অভিমানে
চলে গেলে নিজদেশ॥

তাই বুঝি দেবলোকে
নিজদেশে চলে গেলে
মরতের সব ভুলে
আরামে ঘুমাবে বলে।

পুজিতে জানিনা দেব
তাই কি গো চলে গেলে।
দয়াময়, নিকেতনে
আরামে ঘুমাবে বলে॥

ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লয়ে
হেথা সুধু কল রোল
তাই চলে গেছ পিতা
যথা নাহি কোন (ও) গোল

বড় ব্যথা দুঃখ পেয়ে
পিতা গিয়াছেন চ'লে।
তোমার স্নেহের কোলে
আরামে ঘুমাবে বলে॥

স্বরগে অনন্ত সুখে
সব দুঃখ জ্বালা ভুলে।
ভূঞ্জিতে অনন্ত শান্তি
সে ত্রিদিবে চলে গেলে ॥

যেথা থাক সুখে আছ
কেহ যদি এসে বলে।
তাহলেও শত দুঃখে
একটু আরাম মেলে ॥

ওই শান্তিময় দেশে
অনন্ত সুখের রাজ্যে।
দেবগণ মাঝে মম
ওই যে পিতা বিরাজে ॥

আমাদের ভুলে গেছ
অথবা কি মনে আছে।
চিনিবে আর কি পিতা
যাইলে তোমার কাছে ॥

সুখে থাক তুমি পিতা
ওই শান্তিময় দেশে।
আমরাও একদিন
যাব দেব তব পাশে ॥

না না পিতা জানি ভাল
স্নেহ মাখা তব প্রাণ।
ভুলিবেনা কভু পিতা
সন্তান সন্ততিগণ ॥

সে সময় একবার
ডেক সেই স্নেহ স্বরে।
এই স্নেহ ক্ষুধা যেন
মিটে যায় একেবারে ॥

রোগের যন্ত্রণা পেয়ে
তাই পিতা গেছ চলে।
দয়াময় শ্রীচরণে
আরামে ঘুমাবে বলে ॥

২৪শে শ্রাবণ।

ভক্তি মাল্য দান।

বড় সাধে একদিন গেঁথেছিনু হার
পরাতে বাসনা পিতা চরণে তোমার॥
গাঁথিয়া সাধের মালা
বাড়িল দ্বিগুণ জ্বালা
পিতা নাই কার পায় দিব আজি হার
পিতা নাই এ ধরায়
হৃদি ভেদি হায় হায়
উথলিল একেবারে শোক পারাবার।
স্নেহময় দয়াময় পিতা নাই আর॥

কেমনে হৃদয় বল বাঁধিব আবার।
উথলিয়া উঠে প্রাণ করে হাহাকার।
সাধের ভকতি মালা
শোভিবে কাহার গলা
কারে দিয়ে এই মালা তৃপ্ত হব হায়
কে আর আদরে হেসে
কে তেমন ভালবেসে
কে লইবে ভক্তিমালা হইয়ে সদয়।
পিতা নাই পিতা নাই পিতা নাই হায়॥

ভক্তি ফুলে গাঁথা মালা স্নেহ সুতা তায়।
বড় সাধ ছিল মনে দিতে পিতৃ পায়।
নিঠুর শমন আসি
ভেঙ্গে দেছে সুখ রাশি
আর ত পাবনা দিতে এ মালা তাঁহায়।
কার পায় দিলে মালা
শোভিবে করিয়া আলা
যাঁর পায় দিলে মালা হৃদি তৃপ্ত হয়।
এ জগতে সেই তৃপ্তি ফুরায়েছে হায়॥

পিতার উদ্দেশে মালা দিব কার পায়।
এস মা জননী দিই এ মালা তোমায়॥
মাগো ও চরণ তলে
দিনু ভক্তি প্রীতি ঢেলে
তুমি মহা সে দেবী মাগো হ'ওনা নিদয়।
পিতা মাতা দুই ব'লে
তোমার চরণ তলে
যতনের এই মালা ধ'রে দিনু হায়।
এ মালা দলিত মাগো কোরনাক পায়॥

মাগো! অসময়ে গেছে পিতা শূন্য করি ঘর।
শত শেল সম বুকে বাজে নিরন্তর॥

বিষাদ যাতনা রাশি
জীবন ফেলেছে গ্রাসি
তোমাপানে চেয়ে স্থধু বেঁধেছি অন্তর।
মাগো! পিতা আমাদের ফেলে
গেছে দেব লোকে চলে
তুমি আমাদের আশা ভেঙ্গনা মা হায়।
পিতা মাতা দুইরূপে পূজিব তোমায়॥

সন ১৩০৬, ৫ই শ্রাবণ।

কি পূজা এবার।

মাগো কি পূজা এবার।
নাহি আশা স্থখ শান্তি. কি বিষাদ কি অশান্তি
কি আঘাতে চূর্ণ হৃদি কি বলিব আর।
এ জীবন অবসন্ন এ জীবন মহাশূন্য
শারদে বরদে মাগো কি পূজা এবার॥

মাগো কি পূজা এবার।
যে অভয় স্নেহ কোলে শোকতাপ ব্যথাভুলে
থাকিতাম মন স্থখে আজি নাই আর।
সে মুরতি সেই হাসি সে স্নেহ মমতা রাশি
কবে, কত দিনে পিতা পাইব আবার॥

মাগো কি পূজা এবার।

বিজয়া দশমী আর এসনাক পুনর্ব্বার

রয়েছে জীবন ভরি বিজয়া আঁধার।

দেব বিসর্জ্জন দিয়ে আছি জীবন্মৃত হয়ে

হেরিব কি সেই মূর্ত্তি কভু পুনর্ব্বার॥

২৭শে আশ্বিন।

সাধ মিটিল না।

বাবা বলে বেশীদিন ডাকা তো হল না,

কি গভীর দুঃখ ঢালি

হৃদি করে শূন্য খালি

চলে গেলে ধরা হতে কেমনে বলনা।

আমাদের কেহ নাই

তুমি বলেছিলে তাই

ছাড়িতে বাজিছে প্রাণে দারুণ যাতনা॥

বাবা বলে বেশী দিন ডাকা তো হলনা।

তব আদরের গিরে *

চাহ তার পানে ফিরে

তার প্রাণে জ্বলিতেছে কতই যাতনা।

---

* জ্যেষ্ঠ কন্যা

অভাগিনী অনাথিনী
সে যে আজ কাঙ্গালিনী
কাঁদিয়া আকুল পিতা কর সে সান্ত্বনা ॥

বাবা বলে বেশীদিন ডাকা ত হলনা,
* রাজু ইন্দু পানে আর
ফিরে চাহ একবার
তাহাদের অশ্রুজল কভু শুখায় না।
দূর্গা কালী গুরু হায় †
কাঁদিয়া পাগল প্রায়
আকুল তোমার সতে ‡ কে করে সান্ত্বনা।

বাবা বলে বেশীদিন ডাকা তো হলনা।
তোমার শিবুর ¶ আজ
ফুরায়েছে সব কাজ
সেও আমাদের সনে শোকেতে মগনা ॥
হেরিলে জননী মুখ
শত বাজে ভাঙ্গে বুক
কি বলিয়ে তাঁরে পিতা করিব সান্ত্বনা ॥

* মধ্যম ও কনিষ্ঠ কন্যা † পুত্রত্রয় ‡ সত্যেন্দ্র প্রথম দৌহিত্র
¶ ভগিনী পুত্র

বাবা বলে বেশীদিন ডাকা ত হলনা।
* হিরণ কিরণ লীলা
† তোমার এ ক্ষুদে শালা
তোমারে কতই খোঁজে বিষাদে মগনা।
তোমার সাধের শরি ‡
কেঁদে যায় গড়াগড়ি
আদরের বুড়ি ব'লে কেহ ত ডাকেনা।

বাবা বলে বেশীদিন ডাকা ত হলনা।
তোমার খোকার খোকা ¶
শূন্য ঘরে প'ড়ে একা
তাহারে আদর পিতা কে করে বলনা।
অনাহারে অনিদ্রায়
বিদায় দিয়েছি হায়
শত শেল সম বুকে বাজে সেই বেদনা॥

২৯শে শ্রাবণ।

* দৌহিত্রিত্রয় † ছোট দৌহিত্র সরল ‡ পুত্রবধূ ¶ পৌত্র

জ্যেষ্ঠ-ভগিনী-প্রতিম-ননদিনী-বিয়োগে।

ধন্য বিধি তব লীলা বুঝে উঠা ভার।
কেমনে লইলে কাড়ি প্রতিমা সোনার॥
ছড়ায়ে সৌরভ রাশি
উদেছিল যেই শশী
অকালে কি অস্তমিত করিলে তাহার।
ধন্য বিধি তব লীলা বুঝে উঠা ভার॥

কেমনে হৃদয় বল বাঁধিব আবার।
বল বুদ্ধি ভরসা যে ছিলে সবাকার॥
রূপে আলো করে ছিলে
গুণেতে পুরিয়া ছিলে
বিশাল জগত এই শোভার ভাণ্ডার।
কেমনে হৃদয় বল বাঁধিব আবার॥

জননী সমান ভালবেসেছিলে হায়।
ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর পলালে কোথায়॥
কত ভালবাসাবাসি
সেই স্নেহ সেই হাসি
দিবানিশি জাগে মনে বলিব কাহায়।
জননী সমান ভালবেসেছিলে হায়॥

সেই মিষ্ট বউ বলে কে ডাকিবে আর।
উথলিয়া উঠে প্রাণ করি হাহাকার।
কত গুণে ননদিনী
রূপে গুণে আমোদিনী
এ জগতে তুলনা যে না হয় তোমার।
সেই মিষ্ট বউ বলে কে ডাকিবে আর॥

বলিতে 'পরের ঝিকে' বকে লোকে কেমনে।
শত দোষ সহিয়াছ অম্লানবদনে॥
কখন বিরক্তি রেখা
দেয়নি নয়নে দেখা
বালিকার সম সদা সরলতা আননে।
বলিতে 'পরের ঝিকে বকে' লোকে কেমনে॥

শুধু সুর যোগেনের মাতা নহ হায়।
কত কণ্ঠে শোক তান স্মরিয়া তোমায়॥
সবার জননী ছিলে
অনাথ করিয়া গেলে
শোন শোকতানে আজি বিদীর্ণ হৃদয়।
শুধু সুর যোগেনের মাতা নহ হায়॥

রোগ শোক মৃত্যু জরা নাহিক যথায়।
আনন্দ আনন্দ শুধু আনন্দ তথায়॥

পুণ্যবতী তুমি সতী
আট পুত্র রাখি পতি
গিয়াছ আনন্দ ধামে সে ত্রিদিবে হায়।
রোগ শোক মৃত্যু জরা নাহিক যথায়॥

যাও দেবী যাও তবে ডাকিবনা আর।
মিলিব আমরা পুনঃ ছাড়িয়া সংসার॥
জামাতার শোক পেলে
তাই কি জুড়াতে গেলে
ধর ভগ্নি, স্মৃতি চিহ্ন ভক্তি উপহার।
যাও সে আনন্দ ধামে ডাকিব না আর॥

তব যোগ্য কোথা পাব দিতে উপহার।
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঢেলে গেঁথেছি এ হার॥
দিব তাই তব গলে
বিষাদের অশ্রু ঢেলে
ধোয়াব চরণ দুটি পরাব এ হার।
তব যোগ্য কোথা পাব ভক্তি উপহার॥

১৯শে আষাঢ়

স্মৃতি-চিহ্ন

পূর্ণেন্দু আমার !

নাই এ ধরায় নাই ও কথা বোলনা ছাই
তাহলে হইবে যেরে হৃদি চুরমার।
শান্তি ভরা সুকুমার সে যে চিরমনোহর
দেখিতে কি পাবনারে আর একবার ॥

সে যে পূর্ণিমার রাধা সে যে রে বিজলী মাখা
সে যে রে অমূল্য নিধি ভরসা সবার।
সদা হাসি হাসি মুখ ভরে যে রয়েছে বুক
কেমনে ভুলিব হায় সেকি ভুলিবার ॥

পূর্ণেন্দু আমার !

আদর গলায়ে হেসে বল যাদু কাছে এসে
সেই মিষ্ট সম্বোধন তেম্‌নি আবার।
তেম্‌নি 'কাকিমা' বলে আয় যাদু স্নেহ কোলে
জ্বলা পোড়া অন্তঃস্থল জুড়াও আমার ॥

পূর্ণেন্দু আমার !

কোমল কুসুম কলি কেমনে লইলি তুলি
নিঠুর কৃতান্ত তোরে কি বলিব আর ॥
আশার সর্ব্বস্ব-নিধি কি রত্ন দি'ছিলে বিধি
দিলে যদি তবে কেন লইলে আবার।
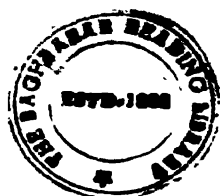
অশ্রুধারা

পূর্ণেন্দু আমার !

রোগশোকপূর্ণ ধরা শোক তাপে প্রাণ জরা
তাই কি চলিয়া গেছ ঘৃণিয়া সংসার।
সেই কমনীয় দেহ স্মরিয়া তোমার স্নেহ
দিনু স্মৃতিচিহ্ন ধর আশীর্ব্বাদহার ॥

পূর্ণেন্দুর আশ্বাস দান :

'কেঁদনা' 'কেঁদনা' পিতা মুছে ফেল অশ্রুধার।
ডুবিয়া জাহ্নবীনীরে
এসেছি অমরপুরে
বলনা কেমনে পিতা ফিরিব আবার।
মাতা মাতামহী কোলে
আছি হেথা কুতূহলে
তোমার দুঃখেতে ব্যথা জাগে অনিবার ॥

মরতে ছিলে যে পিতা বড় স্নেহময়।
অভাব বেদনা লেশ
দাওনিত কোন ক্লেশ
স্মরিয়া তোমার স্নেহ ব্যাকুল হৃদয়।

জননীর সম করি
স্নেহেতে হৃদয়ে ধরি
পালন করেছে মাতা স্মরি অশ্রু বয় ॥

সর্ব্বদা শান্তিতে ভরা পিতা এই দেশ।
দেবতা মানবে মিশি
সদা প্রীতি সদা হাসি
নাহিক যাতনা হেথা অশান্তির লেশ।
কর্ত্তব্য সাধন কর
পিতা চিত্ত দৃঢ় কর
একদিন তুমিও ত আসিবে এ দেশ ॥

তাই বলি ভুলে যাও মুছ অশ্রুজল।
আত্মীয় স্বজনগণে
চেয়ে তব মুখপানে
তোমারে হেরিয়া সবে হবেন বিকল।
ফুরাল আমার কাজ
তাইত এসেছি আজ
অনিত্য রোদনে পিতা আর কিবা ফল।

ভালবাসা দয়া স্নেহ বিলাতে মানবে।
গিয়াছিনু ধরাপরে
ঢেলেছি সহস্র করে
জ্ঞানপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছে সবে।

সরলতা নিঃস্বার্থতা
শিখায়েছি কোমলতা
ঢেলেছি যা ধরাপরে সকলে ঘোষিবে।

জন্ম মৃত্যু চিরদিন হয় এ ধরায়।
জন্মিলে মরিতে হবে
কিছু না এ-ভবে রবে
জ্ঞানী তুমি আর কত বুঝাব তোমায়।
যতদিন থাক ভবে
চেষ্টা কর সুখে রবে
তোমারে কাতর দেখি বড় দুঃখ হয়॥

অনন্ত সুখেতে আছি ভেবনা কেঁদনা আর।
ধর পিতা ধৈর্য্য বুকে
কেন বিচলিত দুঃখে
সকলের (ই) এইরূপ, খোঁজ এ সংসার।
এমন ধরায় নাই
যাহার আশায় ছাই
কখন না পড়িয়াছে, ভাব একবার॥
তাই বলি ভেবে দেখ মুছ অশ্রুধার।
যে গুলি ধরায় আছে
যত্ন করে রাখ কাছে
তাদের হাসিতে অশ্রু শুকাও তোমার।

গেছে যা পাবে না আর
এই কথা ভাব সার
ধর বল, চিত্ত দৃঢ় কর আপনার ॥

১৩০৭ সাল, ৬ই ফাল্গুন

নহে ভুলিবার

সে করুণ দৃশ্য হায় নহে ভুলিবার।
প্রশান্ত নয়ন দুটি
ঈষৎ রয়েছে ফুটি
সাঁঝের কমল মত মলিন আবার।
সে করুণ দৃশ্য হায় নহে ভুলিবার ॥

ছিন্ন বিছানার পরে পারিজাতহার।
যেনরে প্রচণ্ড ঝড়ে
স্বর্ণলতারে ছিঁড়ে
ফেলিয়া দিয়াছে হরি সুষমা তাহার।
ছিন্ন বিছানার পরে পারিজাতহার ॥

সে নিঠুর দৃশ্য হায় নহে ভুলিবার।
সে আলুলায়িত কেশ
এলো থেলো সেই বেশ
জীবিতের চিহ্ন মাত্র নিঃশ্বাস তাহার।
সে নিঠুর দৃশ্য হায় নহে ভুলিবার॥

যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে আমার।
সেই সে করুণ দৃশ্য
সেই সে নিঠুর দৃশ্য
জাগিছে জাগিবে চির ভিতরে হিয়ার।
আজীবন হায় হায় নহে ভুলিবার॥

সন ১৩০৯, ৩রা জ্যৈষ্ঠ।

মিনতি

দিদি গো মিনতি করি একবার চাও।
আজি তিন মাস পরে
আবার এসেছি ফিরে
তব পদ তলে, বসে কও কথা কও।
হৃদয় ফাটিছে দিদি একবার চাও॥

তুমি ত কোমলা অতি নিঠুর ত নয়।
লৌহ কি পাষাণ দিয়া
আজি কি বেঁধেছ হিয়া
এত অশ্রুজলে তব গলেনা হৃদয়।
এ পরাণে বল দিদি আর কত সয়॥

বাঁধিতে পারি না আজ হৃদি ফেটে যায়।
একটি অমিয় বাণী
একবার সে চাহনি
দাও শেষ নিদর্শন বাঁধিতে হৃদয়।
পাব না কি পাব না কি আর এ ধরায়॥

জনমের মত ওই সকলি ফুরায়।
এই 'ভাল আছি বলে'
এই পাশ ফিরে শুলে
এ কি সৃষ্টিছাড়া দৃষ্টি দেখা নাহি যায়
জনমের মত ওই সকলি ফুরায়॥

সত্যেন্দ্রকুমারে আজ কারে দিয়ে যাও।
তব পদ তলে বসে
আকুল উন্মাদ বেশে
কাঁদিছে তোমার 'সোতে' কোলে তুলে লও
একটু সান্ত্বনা আজ কেন নাহি দাও॥

তুমি যে সবার বড়, মার পানে চাও।
উন্মাদিনী এলোকেশে
ওই আলু থালু বেশে
জড়ায়ে রয়েছে গলা ছেড়ে চলে যাও।
কি বলে সান্তনা দিব তাই বলে দাও॥

ভাই বোন অন্তঃপ্রাণ ছিল যে তোমার।
সেই ভাই বোন ফেলে
চলে গেলে অবহেলে
শুনিলে না একবার এই হাহাকার।
ভুলে গেলে দয়া স্নেহ এই কি বিচার॥

যাও ভগ্নি যাও তবে ছাড়িয়া সংসার।
স্বার্থপর এই ধরা
শুধু রোগ শোক ভরা
কিছু সুখ হয়নি ত জীবনে তোমার।
রোগে শোকে জ্বালা শুধু পেয়েছ অপার

অনন্ত শান্তিতে পূর্ণ ওই অমরায়।
পরিপূর্ণ সুখ বুকে
চাহি পতি পুত্র মুখে
ওই যে বসিয়া দিদি ওই দেখা যায়।
দেখিতেছি এই ছবি বসি কল্পনায়।

আবার মিলিত দিদি হব অমরায়।
রব সব ভাই বোনে
আবার আনন্দ মনে
অনন্ত মিলন হবে থাকিবে না ভয়।
সে আশা পেয়েছি বলে বেঁধেছি হৃদয়॥

সন ১৩০৯, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ।

গিয়াছ কোথায়।

দিদি গিয়াছ কোথায়।
স্নেহ মমতায় ভরা ছাড়িতে সাধের ধরা
বেদনা কি লাগিল না তোমার হৃদয়।
তোমারে কখন ছেড়ে আমরা যে থাকিনি রে
আজি আমাদের ছেড়ে চলিলে কোথায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।
এই যে শোভার ধরা এ হতে কি মনোহরা
গিয়াছ যে দেশে দিদি পুরিত শোভায়।
তুমিত চলিয়া গেলে হেথা আমাদের ফেলে
শত শেলে ভেঙ্গে বুক হায় হায় হায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।
যাঁর আদরের ছিলে গিয়াছ তাঁহার কোলে
পেয়েছ আবার সেই স্নেহের পিতায়।
তুমি সতী পুণ্যবতী পাইয়াছ প্রাণপতি
নন্দনে পেয়েছ কোলে আবার সেথায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।
'সোতের' মলিন মুখ দেখে ভেঙ্গে যায় বুক
কি নীরবে সহিতেছে জ্বলন্ত ব্যথায়।
জননীর ভাঙ্গা বুকে কি প্রচণ্ড শেলাঘাতে
একেবারে ভেঙ্গে দিলে হায় হায় হায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।
ভাই বোন অশ্রুজলে কঠিন পাষাণ গলে
আজি গলিল না দিদি তোমার হৃদয়।
খোকার খোকা যে চলে' গিয়াছে তোমার কোলে
খোকার এ পুত্র শোক দেখিলাম হায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।
দিদি পিসীমার কোলে নিশ্চিন্তে সে গেছে চলে
বড় ভালবাসিতে যে তাহারে ধরায়।
সেও তাই অবহেলে কালকূট হাতে তুলে
একেবারে ঢেলে দিলে নিজ রসনায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।

বহুদিন একশোকে ভুলিতে না পারে লোকে

আমরা কেমনে ভুলি বিষম ব্যথায়।

দুর্গা আজ পুত্রহারা 'সোতে' পিতৃমাতৃহারা

হেরিতে কি রহিলাম হায় হায় হায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।

এখন (ও) যে ভুলে ভুলে ডেকে ফেলি দিদি বলে

আকুল নয়নে চাই হেরিতে তোমায়।

মনে পড়ে সব কথা বাড়ে তত দুঃখ ব্যথা

অবসাদে এ হৃদয় ভেঙ্গে পড়ে হায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।

রহিল এ বড় ব্যথা শুনিতে পাইনি কথা

স্নেহ মাখা সেই দৃষ্টি হায় হায় হায়।

শেষ বারেকের তরে কিছুই পাইনি যেরে

এ জীবনে শেষস্মৃতি ধরিতে তোমায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।

শুধু রোগ শোক পেলে কিছুইত হাতে তুলে

দিইতে পারিনি কভু খাইতে তোমায়।

অসময়ে যাবে বলে বুঝিনিত কোন কালে

পুরিলনা কোন (ও) সাধ হায় হায় হায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।

তাই মার হাতে ধরে বলেছিলে বারে বারে

'সোতেকে' দেখো মা তুমি রহিল ধরায়।

কোন সাধ পুরিল না কোন আশা মিটিল না

ডেকেছিলে শেষ যাদু আয় বুকে আয়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।

'সোতেরে' ধরিয়া বুকে চাহিয়া 'সোতের' মুখে

মা উঠেছে ওই পুনঃ স্মরিয়া তোমায়।

'সোতে' যে সবার ছেলে আমরা সকলে মিলে

ঢাকিয়া রাখিব চির স্নেহ মমতায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।

মোরা ছটি ভাই বোন ভিন্ন দেহ একপ্রাণ

কত ব্যথা দিয়ে আজি গিয়াছ কোথায়।

যেথা থাক আছ বুকে রেখেছি রাখিব এঁকে

ভক্তি আর অশ্রুজলে পূজিব তোমায়॥

দিদি গিয়াছ কোথায়।

দেবীর মতন করে শোণিতে অঙ্কিত করে

রাখিয়াছি চিরতরে এ বুকে তোমায়।

স্মৃতির কুসুম তুলে ভকতি চন্দন গুলে

অশ্রুজলে মালা গেঁথে দিব তব পায়॥

সন ১৩০৯, ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

ভ্রাতুষ্পুত্র হেলার স্মৃতি।

হেলায় সে এসেছিল হেলায় চলিয়া গেল
সে খুদে বকুল।
স্বরগের পথ ভুলে এসেছিল ধরাতলে
সাধের মুকুল॥

এতদিন হেলা করে দেখিনি ত ভাল করে
অভিমানে তাই।
চলে গেছে ধরাহতে নন্দনে অমরপুরে
আজ আর নাই॥

(আজ) নাই সে বকুল বাস বহেনা সুরভিশ্বাস
আঁধার কানন।
যে খুদে বিহগ কণ্ঠে মুখরিত করেছিল
নীরব এখন॥

(আজ) বহেনা প্রীতির স্রোত হৃদয় মাতায়ে আর
শুধু হাহাকার।
অর্দ্ধ উচ্চারিত ভাষা সেই মিষ্ট হাসিটুকু
আজ নাই আর॥

(সেই) হরিপ্রেমে মাতোয়ারা পবিত্র সরল কণ্ঠে
জোড় করি কর।
কেহ ত তেমন সুরে সুমধুর নৃত্য সনে
করেনা ত আর ॥

(শুধু) ক্ষুদে দুবৎসর তরে এসেছিলে ধরাতলে
খেলিতে এমন।
ফুরাইল খেলা তার রেখে গেল হাহাকার
পুরিয়া ভবন ॥

ধরার প্রখর তাপে সে ফুল কি হেথা থাকে
পড়িল ঝরিয়া।
প্রাণবৃন্ত হতে তার ; নিদয় কৃতান্ত আসি
লইল কাড়িয়া ॥

সেই ঢলে পড়া আঁখি মলিন বিবর্ণ মুখ
ভোলা নাহি যায়।
বড় অসময়ে আজি বিদায় দিয়েছি তারে
ফাটিছে হৃদয় ॥

(আহা) কে আগে জানিত ওরে প্রাণে প্রাণে এত ব্যথা
মমতা এমন।
সমস্ত হৃদয় জুড়ে কবে বসেছিলি তুই
বুঝিনি তখন ॥

(আজ) অভাবে তোমার তাই মরমে মরিয়া যাই
বুঝিতেছি প্রাণে।
কি মায়া মোহের ফেরে বেঁধে ছিলি শত পাকে
ছিঁড়িলি কেমনে॥

(আজ) বিষাদ মগন প্রাণে চাহিয়া আকাশ পানে
কত ভাবি তাই।
কেন বা সে এসেছিলো কেন বা চলিয়া গেল
আজ আর নাই॥

হেলায় সে এসেছিলো হেলায় চলিয়া গেল
ওরে হেলা ধন।
সুপ্রসন্ন শূন্য আজ হারায়ে ফেলেছি তারে
অমূল্য রতন॥

(সে যে) মনে প্রাণে গাঁথা আছে নাই এ ধরায় আর
গিয়াছে চলিয়া।
(সে যে) চির আদরের ধন রেখেছি রাখিব তার
স্মৃতিটি ধরিয়া॥

সন ১৩০৯, ৮ই আষাঢ়।

পীতাম্বর দাদা বিয়োগে।

(স্মৃতিচিহ্ন)।

তুমি যেগো স্নেহ ভরা রূপে ভরা গুণে ভরা
পদতলে বসে কাঁদি চাও ফিরে চাও।
ভাই ভগিনীর প্রাণে এ প্রচণ্ড বজ্র হেনে
অসময়ে আজ দাদা কোথা চলে যাও॥

ওই উন্মাদিনী বেশে জননী রয়েছে পাশে
করাঘাতে ভাঙ্গে বুক চাও ফিরে চাও।
এ করুণ হাহাকার শুনিতে পারি না আর
বড় মাতৃ-ভক্ত তুমি নিঠুর ত নও॥

এই যে দুদিন আগে দিদি গেছে, মনে জাগে
মুছে দেছ অশ্রুধারা করুণ হৃদয়।
আজ আমাদের ফেলে চলে গেলে অবহেলে
এ পরাণে বল দাদা আর কত সয়॥

ভাই হারা ভগ্নী হারা আমরা পাগল পারা
ভাঙ্গাবুক আরো ভেঙ্গে আজ কোথা যাও।
পর উপকার তরে ডাকিছে বিপন্ন নরে
সে আহ্বানে আজ কেন উদাসীন রও॥

পাড়া আজ দাদাহারা কত নেত্রে অশ্রুধারা
মহত্ত্ব দেবত্ব ভরা ছিল ও হৃদয়।
কঠোর এধরাপরে দেব কি থাকিতে পারে
তাই বুঝি অসময়ে আজ চলে যাও ॥

ওই উন্মাদিনী বালা জড়ায়ে রয়েছে গলা
আশ্রিতা লতার পানে কেন নাহি চাও।
স্নেহের পুত্তলি গুলি ডাকে পিতা পিতা বলি
একটি উত্তর কেন আজ নাহি দাও ॥

অতি কোমলতাময় তুমিত নিঠুর নও
আজি তবে কেন ভাই হয়েছ নিদয়।
এত প্রাণে ব্যথা দিয়ে কেমনে নিঠুর হয়ে
চলে গেলে ধরাহতে কি সুখ আশায়॥

মহিমা মাখান দেহ সবারে সমান স্নেহ
হৃদয়ে রয়েছে আঁকা মুছিবার নয়।
ভক্তি শোক অশ্রুঢেলে পূজিব দেবতা বলে
চির কৃতজ্ঞতা অশ্রু ঢেলে দিব পায় ॥

সন ১৩০৯. ২২শে শ্রাবণ।

হেমলতার স্মৃতিচিহ্ন—জ্যেষ্ঠা কন্যা

স্নেহ মমতার ধরা
আত্মীয় স্বজনে ভরা
ছাড়িতে মমতা কিরে হল না হৃদয়।
এই স্নেহ এ মমতা
হৃদয়ের এত ব্যথা
একবার বুঝিলে না হায় হায় হায়॥

পেয়ে বুঝি বড় ব্যথা
তাই চলে গেছ সেথা
ব্যথাহীন সেই রাজ্য চিরানন্দময়।
আমরা তোমারে ছেড়ে
কেমনে থাকিব ওরে
কি বলে বুঝাব বল্ অশান্ত হৃদয়॥

পিতৃমাতৃহৃদয়েতে
কি প্রচণ্ড শেলাঘাতে
ভেঙ্গে দিলে একবার দেখ্ আসি হায়।
মনি ভাসে অশ্রুজলে
ডাকে দিদি দিদি বলে
একটি সান্ত্বনা বাণী কেন নাহি দাও॥

হিরণ কিরণ আর
লালা ডাকে অনিবার
সে আহ্বানে কেন আজি নিরুত্তর রও।
ভায়েরা কাতর হয়ে
কত ব্যথা বুকে সয়ে
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস হৃদয়॥

ঊষা নীনা বীণা আর
দুর্গা যে গলার হার
তব স্বামী কাঁদে আজি স্মরিয়া তোমায়।
এত প্রাণে ব্যথা দিয়ে
কেমনে নিদয় হয়ে
চলে গেলে ধরা হতে কিসের আশায়॥

কোন (ও) অযতন তোরে
ভুলে ও করিনি যে রে
তুমি ত কোমলা অতি নিঠুরত নও।
আজিকে কি রোষে হেন
নিষ্ঠুর হয়েছ কেন
কেন দিলে হেন ব্যথা হইয়ে নির্দ্দয়॥

সেথা মা, পিসীমা কোলে
হেথাকার সব ভুলে
চলে গেলে পুণ্যবতী পবিত্র হৃদয়।

সীমন্তে সিন্দূর লয়ে
রাজরাণী মত হয়ে
চলে গেলে নিন্দিয়া এ নিঠুর ধরায় ॥

ছিল বড় আশা মনে
তোরে নব পুত্র সনে
পাঠাব হরষে ভরি শ্বশুর আলয় ।
সে আশা জন্মের মত
সমূলে হইল হত
একেবারে বিসর্জ্জন দিলাম তোমায় ॥

এসব দেখিতে কিরে
কাছে এনেছিনু ওরে
সব দেখিলাম, তোর কাছে বসি হায় ।
পাষাণ বাঁধিয়া বুকে
শেষ চাহিলাম মুখে
তবু ফাটিল না হায়, নির্ম্মম হৃদয় ॥

এয়োরাণী ভাগ্যমানি
চলে গেলে গরবিণী
জানিলে না শোক ব্যথা কিরূপ ধরায় ।
যেন তোর মত করে
আমি যেতে পারি ওরে
দিও সতী পুণ্যবতী ও বাতাস গায় ॥

যেথা থাক থাক সুখে
রবে চির আঁকা বুকে
দুঃখিনী জননী তোর রবে প্রতীক্ষায়।
আয়ুঃশেষে যাব ফিরে
সেই চিরানন্দপুরে
আবার মিলন হবে তোমায় আমায়॥

সন ১৩১৩, ৯ই ফাল্গুন।

শেষ উপহার।

দুঃখিনী জননী বলে তাই কি মা গেছ চলে
যেওনা যেওনা ওরে আয় একবার।
দেখ্ ওরে চেয়ে ফিরে আমরা মরমে মরে
কত কষ্টে রহিয়াছি বিহনে তোমার॥

কত যে চেয়েছ খেতে ভাল হবে এ-আশাতে
দিতে ত পারিনি কিছু বদনে তোমার।
বার বার এই কথা দেয় বড় প্রাণে ব্যথা
এজীবনে কোন সাধ পুরিল না আর॥

তাই কি দুঃখিত প্রাণে চলে গেলে অভিমানে
শুধু দুঃখকষ্টরাশি সহিয়া অপার।
একান্ত যদি বা যাস্ একবার আয় তবে
ভাল মন্দ দিই খেতে করিয়া যতন॥

একবার প্রাণ ভরে দেখেনিরে ভাল করে
কহিয়া একটি কথা জুড়ারে জীবন।
তোর ছেলে তোর মেয়ে কার কাছে দিয়ে গেলে
কে তাদের স্নেহ ভরে করিবে যতন॥

তারা যে কাঙ্গাল আজ কচি হৃদে হেনে বাজ
চলে গেলে সাধিতে মা, কোন প্রয়োজন।
তোর ভাই বোনগুলি অশ্রুমুখে দিদি বলি
চাহিয়া অনন্ত শূন্যে ডাকে অনিবার॥

আয় মাগো ঘরে ফিরে দেখিতে পারি না যে রে
শূন্য ঘর দেখে হৃদে উঠে হাহাকার।
মাগো বড় আশা করে আমারে যে বলেছিলে
এবার পূজায় মোরে দিও পট্টবাস॥

বালিকা বয়স হতে শুধু কি মা কষ্টপেতে
এসেছিলে এধরায় হইতে নিরাশ।
শত শেল সম বুকে হৃদি ভেঙ্গে যায় দুঃখে
এ জীবনে কোন (ও) সুখ হল না তোমার॥

তাই কি মা ধরা হতে চলে গেলে কালস্রোতে
চির শান্তিময় যেথা আনন্দ অপার।
যাও তবে পুণ্যমাণী এয়োরাণী ভাগ্যমানী
দুঃখিনী জননী তোর কি বলিবে আর॥

শুধু চিরকাল ধরে আমরা তোমার তরে
তপ্ত অশ্রুবিন্দু ঢেলে পরাব এ হার।
ধরায় এ জননীর লও তবে শেষচিহ্ন
ঢালিয়া স্নেহের রাশি করিনু অর্পণ॥

মাগো মা ত্রিদিবে গিয়ে সেথায় জননী পেয়ে
হোওনা মায়েরে যেন চিরবিস্মরণ॥

সন ১৩১৩, ১লা চৈত্র।

পুত্র সমীরচাঁদের শেষ নিদর্শন।

তার সেই পাকি বুলি মধুর অমিয় ধ্বনি।
রেখে গেছে তোর কণ্ঠে আমার নয়নমণি॥
রে পাখি পরাণপাখী ছিল যে আমার সেই।
চলে গেছে ধরা হতে আজ আর নেই নেই॥

সে খুদে সঙ্গীটি তোর কলকণ্ঠে তুলে তান।
আর ত সে তোর সাথে গাহে না আনন্দে গান ॥
আর ত সে ছুটে ছুটে 'মা আমি এসেছি' বলে ॥
অমিয় মধুর হেসে সোহাগে ধরে না গলে ॥

'কোলে নাও' 'কোলে নাও' বলে না একটি বার।
কত কান্না কত হাসি কত খেলা ধূলা তার ॥
কত যে বায়না তার 'এখাব ওখাব' বলে।
কত যে বায়না তার সারাদিন নাও কোলে ॥

আজ আর কিছু নাই আছে শুধু হাহাকার।
এজীবনে এ জনমে মুছে গেল নাম তার ॥
না না না সে যে রে মোর হৃদয়পরতে আঁকা।
সেই নাম সেই মুখ পূর্ণিমার পূর্ণরাধা ॥

তার হাসি তার খেলা তার মধুমাখা কথা।
জীবনের প্রতিগ্রন্থি শিরায় শিরায় গাঁথা ॥
হায়রে পাষাণ প্রাণে আছি 'সোম' তোকে ছাড়ি।
ন্য ঘরে ভাঙ্গাবুকে এখন (ও) রয়েছি পড়ি ॥

শূন্য জীবনের এই হৃদিপূর্ণ হাহাকার।
যায় না কি ; সেই দেশে পশে না কাণে তার ॥
দুঃখিনী মায়ের হায় কি অভাব কি যে ব্যথা।
এ-জগতে কে বুঝিবে আমার এ মর্ম্মব্যথা ॥

রে পাখি, বারেক বুঝি তুষিতে মায়ের প্রাণ।
রেখে গেছে তোর কণ্ঠে তার সেই শেষ তান ॥
মধুমাখা তার সেই আদরের সম্বোধন।
ভুলিতে পারনা তাই বল বুঝি অনুক্ষণ ॥

আমি যে রে অহরহ ভাবি বসি মুখ তার।
এজনমে এজীবনে পাব নারে তাকে আর ॥
আড়াই বৎসর তরে পেয়েছিনু সে রতন।
ভাল করে না দেখিতে একেবারে বিসর্জ্জন ॥

দেখে যে মেটেনি আশা এখন (ও) এখন (ও) মোর।
শ্রবণে যে বাজিতেছে সেই হাসি কান্না তোর ॥
তেরশ এগার সালে তিরিশে আশ্বিন দিনে।
পেয়েছিনু তোরে কোলে সপ্তমীর মহাক্ষণে ॥

আমার সপ্তমী চাঁদ অকালেতে অস্তমিত।
হায় হায় হারায়েছি ইহ জনমের মত ॥
পাব না পাব না আর করিতে রে দরশন।
সাধের সমীরচাঁদে একবার পরশন ॥

মৃতসঞ্জীবনী সম তার সে 'মা' কথা আর।
এজীবনে এজনমে পাবনারে একবার ॥
তেরশ তেরর হায় ছঁউই যে চৈত্র মাস।
ভুলিব না এজীবনে করেছ যা সর্ব্বনাশ।

সন ১৩১৪, ৩রা বৈশাখ।

শোক উচ্ছ্বাস।

নিভাতে পারিনা এ শোকঅনল
বারেকের তরে আয় আয় 'সোম'
আয়রে বুকে।
বারেকের তরে হেরি মুখ খানি
অমিয় মধুর সেই দুটি বাণী
শুনারে পরাণ নাচুক সুখে॥

পারি নারে আর, থাকিতে এ ঘরে
তোমারে হারায়ে এ চির আঁধারে
তুই যে আমার অমূল্য ধন।
দুঃখিনী মায়েরে বল কি কারণে
এরূপে ত্যজিয়া নিরদয় মনে
যেতে কিরে তোর সরিল মন।

কেন এসেছিলে কেনই বা গেলে
হৃদয় ভাঙ্গিয়া শত শোকশেলে
করে দিলি তুই পাগল হায়।
বড় অসময়ে গেলি যে রে চলে'
জানিতে পারিনি কভু যাবে বলে
সহিতে পারিনা পরাণ যায়॥

সেই হাসি মাখা মুখখানি তোর।
অমিয় ছানিয়া কথাগুলি তোর
ঢালিত পরাণে কি সুধাধারা!
সেই ঢলে 'ঢলে' যেতিস যে চলে
কভু ছুটে ছুটে মা মা মা মা বলে
আজ কিছু নাই সকল হারা॥

(সেই) ভেঙ্গে দাও বলে কাঁদিতে ভূতলে
বায়না কতই কোলে নাও বলে
আজ কিছু নাই নীরব সব।
উড়ে গেছে পাখি খাঁচা আছে তার
উৎসব থেমেচে দীপ আছে আর
থেমেছে ঝঙ্কার রয়েছে রব॥

সে যে গেছে চলে স্মৃতি আছে তার
করিছে হৃদয় আজ (ও) তোলপাড়
বাঁধি কতমতে আবার মন।
হায় হায় হায় কি নিঠুর ধরা
সরবস্ব ধনে ছাড়িয়া আমরা
এখন (ও) রয়েছি বাঁধিয়া প্রাণ॥

এখন (ও) তোমার সেই জামাগুলি
রয়েছে তেমনি পরিয়া যেগুলি
হইতে কেমন আনন্দ ভরা।

এসব পোষাক হায়রে তোমার
কারে পরাইব বল একবার
আয় একবার সন্তাপহরা ॥

খেল্‌না তোমার রয়েছে তেমনি
এস খেলা কর এস যাদুমণি,
দুধ খাবে এস গেলাসে করে।
কাঁদিছে ঝিনুক কাঁদিতেছে ঘর
কাঁদিতেছে যে রে মায়ের অন্তর
রয়েছি বাঁচিয়া মরমে মরে ॥

বল যাদুমণি, বল একবার
কি ভাল হেথায় লাগেনি তোমার
কি সুখের আশে গেছরে চলে।
আমরা যে হায় সদা বুকে করে
রেখেছিনু তোরে সোহাগে আদরে
নামাইনি তোরে, লাগিবে বলে ॥

হায় এই সব আদর যতন
স্নেহ মমতায় ভরা নিকেতন।
কি আশে ফেলিলি চরণে ঠেলে।
যেতে কিরে হায় কভু একবার
হয়নি মমতা হৃদয়মাঝার
চির স্নেহময়ী মায়েরে ফেলে ॥

যেদিন তোমারে পেয়েছিনু কোলে
ভেসেছিল প্রাণ আনন্দহিল্লোলে
ভেবেছিনু বুঝি স্বরগ ধরা।
হারায়ে তোমারে আজ ভাবি মনে
পুড়িলে হৃদয় হুত হুতাশনে
জ্বলে না বুঝিরে এমন ধারা॥

পুত্র শোকানল কি প্রদীপ্ত হায়!
দিবানিশি ধরি হৃদয় পোড়ায়
কহিতে বদনে না সরে ভাষা।
হায় এই জ্বালা নহে বর্ণিবার
বর্ণিবারে যাই, ভাষা নাহি আর
শুধু হৃদিব্যাপী ঘোর নিরাশা॥

নাই নাই নাই আসিবেনা আর
মুছাবেনা আর এই অশ্রুধার
'হেমলতা' দেছ এ অশ্রু খুলে।
তুমি মা আগেই দেখাইলে পথ
হৃদয়ে করিলে তীক্ষ্ণ কশাঘাত
তারপরে 'সোম' গেছেরে চলে॥
ভায়ে বোনে বড় বাসিতে যে ভাল
তাই কি লয়েছ পেতে স্নেহ কোল
গেছে 'সোম' ছুটে তোমার কোলে।

বেদনা আঙ্গুর বুঝি খাবে বলে
তাই কিরে গেছ বড়দিদি কোলে
এ ধরায় ফিরে পেলেনি আর ॥

মরতে ত কিছু পাও নাই খেতে
এসেছিলে হায় শুধু কষ্টপেতে
কষ্ট সহি ফিরে গেলি আবার

তোমার বিহনে কিরূপে আবার
বাঁধিব রে প্রাণ বল্ একবার ॥
বুক ফেটে যায় পারিনা আর ॥

মাগো কি সুখের আশে গেলি তোরাচলে
কাঁদিতেছে আজ তোর মেয়ে ছেলে
আয় একবার সান্ত্বনা কর ।

আমাদের এই ভাঙ্গাবুকে পুনঃ
শান্তিবারি ধারা কররে সেচন
এসে ভাঙ্গাঘর উজল কর ॥

দয়াময় হরি তব পদে আজ
পুত্র কন্যা গেছে ফেলে শত কাজ,
দিইও তাদের অভয় বর ।

ওপদ আশ্রয় যেন দোঁহে পায়
থাকে যেন নাথ তব স্নেহছায়
দিও বরাভয় প্রসারি কর ॥

শান্তিময় রূপে এ দুঃখিনী প্রাণে
ঢাল শান্তিধারা এই শোকাগুনে
যাহে নাথ চিরনির্ব্বাণ হয়।
পুত্র কন্যারূপে এস তুমি এস
এ হৃদয় জুড়ি এস তুমি বস
তব পদে প্রাণ হউক লয়॥

সন ১৩১৩, ১৫ই বৈশাখ।

ভ্রাতুষ্পুত্র পুনুর স্মৃতিচিহ্ন।

ফুটন্ত যুথিকা সম
শোভাভরা নিরুপম
কালি যে দেখেছি হায়
মুখানি তাহার।

শোক দগ্ধ এই বুকে
কালিও ধরেছি সুখে
আজি কোথা হায় হায়
চিহ্ন নাই তার॥

'সোম' গেছে অসময়ে
তুই থাক এ হৃদয়ে
তোরে নিয়ে এই শোক
ভুলিব যে হায়।

যাসনি যাসনি পুনঃ
হয়ে অতি অকরুণ
শোকাতুরা পিসি ডাকে
আয় আয় আয়॥

সেই মুখখানি আহা
পাবনা আর রে তাহা
সেই ফুল্ল হাসিমাখা
হেরিব না আর ॥

সেই পিসি পিসি বলে
আর আসিবে না কোলে
জনমের মত সব
ফুরাল কি তার ॥

সেই হাসি সেই খেলা
সোহাগে ধরিয়া গলা
সেই মিষ্ট সম্বোধন
পিসিমা আমার।

কিকরে ভুলিব ওরে
বুক ফেটে যায় যেরে
কিকরে ভুলিব হায়
স্মৃতিটি তোমার ॥

দুর্গা আজ পুত্রহারা
(বউ) বৌ পুত্র শোকাতুরা
ঠাকুমা তোমার যেরে
পাগলিনা প্রায়।

কাকারা কাতর কত
দাদা তোর মর্ম্মাহত
দিদি দাদা মামা ডাকে
আয় আয় আয় ॥

কেমনে নিঠুর হয়ে
আমাদের কাঁদাইয়ে
চলে গেলে ধরাহতে
কিসের আশায়।

আমরা যে সদা তোরে
রেখেছিনু যত্ন করে
ভাল লাগিলনা কিরে
পলালি কোথায় ॥

আমরা এ ভাঙ্গাবুকে
কত সহিতেছি দুঃখে
আবার আবার কেন
ভেঙ্গে দিলি হায়।

এখন (ও) হয়নি খেলা
এই কি যাবার বেলা
বারেকের তরে পুনু
আয় ফিরে আয় ॥

তিনটি বৎসর ধরে
গড়িয়া তুলিনু যেরে
ভেঙ্গে গেল একদিনে
হায় হায় হায়।

আর আসিবেনা ফিরে
চলে গেলে জন্মতরে
স্মৃতিটি কেনরে তবে
রাখিলি ধরায়॥

জ্বলন্ত অঙ্গার সম
তোর স্মৃতি অনুক্ষণ
পোড়াইছে এ হৃদয়
বলিব কাহায়।

যদি ওরে যাবি চলে
কেন তবে এসেছিলে
কি বলে বুঝাব আজ
অশান্ত হৃদয়॥

ও মুখ যে আঁকা বুকে
রবে চির সুখে দুঃখে
জাগিছে জাগিবেচির
ভিতরে হিয়ায়।

মরমে মরমে মরে
আজ শুধু দিনু তোরে
বিদায় দিনের এই
শেষ উপহার॥

১৭ই মাঘ, সন ১৩১৪।

দৌহিত্র অর্জ্জুনের শেষনিদর্শন।

কি সয়েছে এই বুকে
কব তা কাহারে মুখে
থামাতে পারিনা যেরে এই হাহাকার।
প্রীতির ভাণ্ডার মম
অমূল্য রে নিরুপম
কেমনে ভুলিব হায় সেকি ভুলিবার।

সেই কমনীয় দেহ
মাখান মমতাস্নেহ
অর্দ্ধ উচ্চারিত সেই দুটি কথা তার।
সেই 'খুদে হেঁ' কথাটি
সেই 'খুদে মা' কথাটি
করিছে আজিকে সব হৃদি তোলপাড়॥

অসময়ে খেলা ফেলে
যাস্‌নি যাস্‌নি চলে
ফিরে এস ঠাণ্ডা যেরে লাগিবে তোমার।
সোমে বিসর্জ্জিয়ে দুঃখে
তোরে ধরেছিনু বুকে
তোর শোক কারে নিয়ে ভুলিবরে আর॥

ধীরেনের শোকভার
হেরিতে পারিনা আর
কি নীরবে সহিতেছে বিরহ তোমার।
হিরণের ক্ষুদ্র বুকে
কি জ্বালা জ্বলিছে দুঃখে
তার সেই শোক-অশ্রু নহে বর্ণিবার॥

এনেছিনু কোলে করে
কোলে করে দিনু ধরে
বড় অসময়ে আহা কি বলিব আর।
কাকারা কাতর কত
দিদি দাদা মর্ম্মাহত
মামা মাসী মামী ডাকে আয় একবার॥

হায় কত আশা করে
এনেছিনু তোরে যেরে
পাঠাব তোমার গৃহে হরষে আবার।
ভীমার্জ্জুন সাধ করে
নাম রেখেছিনু যেরে
কে মুছিল ধরা হতে 'অজু' নাম তার॥

হায় তোরে বিসর্জ্জিয়ে
কি লয়ে বাঁধিব হিয়ে
জ্বলিছে হৃদয় সম জ্বলন্ত অঙ্গার।

অজুরে পারিনা আর
বহিতে এ শোকভার
কোথা আছ ফিরে যাদু আয় একবার ॥

সেই প্রীতি মাখা হেসে
সেই বিছানায় বসে
খেলিতিস কত খেলা আনন্দ অপার।
হেরে সে আনন্দ মুখ
ভুলিতাম সব দুঃখ
অনিমেষে হেরিতাম ভুলিয়া সংসার ॥

গৃহ মম আলো করা
হিরণের হৃদি ভরা
আলো করে ছিলি যাদু তুই এ সংসার
জানিনা কি অভিশাপে
হায় কি গভীর পাপে
তোমা হেন মহারত্ন হারানু আবার ॥

কি খেলা খেলিলি ওরে
কি করিতে এসেছিলে
জ্বালাতে কি শুধু এই শোক হাহাকার।
বুঝি এসেছিলি ভুলে
চলে গেলে খেলা ফেলে
চাহিলে না ধরা পানে আর একবার ॥

ওই যে 'সোমের' পাশে
'অর্জ্জুন' রয়েছে বসে
ওই যে রয়েছে কোলে স্থর অঙ্গনার।
কার বুক পুরাইতে
হিরণের হৃদি হতে
ছিঁড়ে নিলে দয়াময় অমূল্য এ হার ॥

একটি বৎসর তরে
শুধু পেয়েছিনু তোরে
ফুরাল বৎসর, খেলা ফুরাল তোমার
হেথাকার সব ভুলে
চলে গেলে অবহেলে
আমরা বহিব চির এই শোক ভার ॥

দেব শিশু সম বুকে
ও মূরতি রবে এঁকে
স্মৃতিতে ভরিয়া চির রবে অনিবার।
আজ দুঃখ অশ্রু ঢেলে
দিলাম তোমার গলে
দিদিমার শেষ স্নেহ নিদর্শন হায় ॥

সন ১৩১৪, ১৮ই চৈত্র।

সমীর ।

খুঁজেছি সুদীর্ঘ বর্ষ কোথা 'সোম' 'সোম' বলে ।
অভাবে ভেসেছি কত বিষাদের অশ্রু জলে ॥
হেরিতেছি সোমময় আজি বিশ্ব চরাচর ।
যেদিকে ফিরাই আঁখি হেরি রূপ মনোহর ॥

অনন্ত আকাশ কোলে ওই নীলিমার বুকে ।
ওই যে বসিয়া সোম রয়েছে মনের সুখে ।
ওই যে চাঁদিমা কোলে সেই চন্দ্রমুখ আঁকা ।
হাসিছে মধুর হাসি ওই যে যেতেছে দেখা ॥

ওই যে তারকা গুলি মিটি মিটি নেবে জ্বলে ।
সমীরে লইয়া বুকে আনন্দে পড়িছে ঢলে ॥
এই যে জগত প্রাণ বহিতেছে সমীরণ ।
চুরি করি আনিয়াছে সে মধুর পরশন ॥

ওই যে কুসুম কলি বিবিধ বরণে সুখে ।
ফুটিয়াছে এ ধরায় সে হাসি মাখিয়া মুখে ॥
বিহগেরা কলতানে সেই স্বর চুরি করি ।
পিপাসিত এ জীবনে ঢালিছে শ্রবণ ভরি ॥

এই যে রয়েছে আঁকা চিরতরে এই বুকে ।
রয়েছে সে নাম চির 'সমীর' 'সমীর' মুখে ॥

শ্রবণে রয়েছে ভরি সেই কান্না সেই হাসি।
নয়নে রয়েছে আঁকা সেই ফুল্ল রূপরাশি ॥

তবে কেন কাঁদি আমি 'সোম' নাই নাই বলে।
সকলি সমীরময় সোম আঁকা ধরাতলে ॥
কাঁদিবনা আর আমি ফেলিব না অশ্রুধার।
সোমময় হেরিতেছি এই বিশ্ব চরাচর ॥

এই বিশ্ব চরাচরে অনন্ত সে রূপ আঁকা।
অনন্ত মূরতি ধরি সমীর দিতেছে দেখা ॥
হৃদয়ে বাহিরে হেরি মুছিলাম অশ্রুজল।
স্বরগে মরতে সোম ব্যাপিয়াছে ভূমণ্ডল ॥

১৩১৪, ২২শে চৈত্র

দৌহিত্র অভয়ের স্মৃতি-চিহ্ন।

হায় হায় কি করিলি ভাঙ্গা বুক ভেঙ্গে দিলি
জ্বালালি হৃদয়ে তীব্র যাতনা অপার।
আজ (ও) ওরে শতধারে অশ্রু উথলিয়া পড়ে
ভাঙ্গা বুক ভেঙ্গে দিলি তুই ও আবার ॥

সেই কমনীয় হাসি ত্রিদিবের শোভারাশি
সেইরে সুন্দর দেহ পারিজাতহার।
শত দরিদ্রের ধন অমূল্য মাণিক্য হেন
ফুরাল কি এইরূপে, চিহ্ন নাই তার॥

নিরাশ হৃদয়ে আশা পরিপূর্ণ ভালবাসা
আজি কি নিরাশে পূর্ণ হৃদয় আবার।
কি করিতে এসেছিলি হায় কি যে করে গেলি
কি করে ভুলিব হায় মুখানি তোমার॥

মোহন মূরতি খানি স্নেহমাখা দুটি বাণী
হায় হায় শুনিবেনা এ শ্রবণ আর।
কি করে ভুলিব ওরে বুক ফেটে যায় যেরে
কি করে ভুলিব হায় স্মৃতিটি তোমার

হায় তোর শোক ভারে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে
কিরণের ক্ষুদ্র বুক পারে না যে আর।
বিষাদ মলিন মুখ দেখে ভেঙ্গে যায় বুক
সে দৃশ্য দেখিতে হেরি বিশ্ব অন্ধকার॥

কালীর হৃদয় তলে কি যে শোকানল জ্বলে
পিতামহ শোক তোর নহে বর্ণিবার।
তাঁর এই বৃদ্ধকালে এই তীব্র শোকানলে
জ্বালায়ে করিলে হৃদি জ্বলন্ত অঙ্গার॥

ভীম মুখ ম্লান করে এ ঘরে ও ঘরে তোরে
কাতর প্রাণেতে হায় খোঁজে অনিবার।
মাসীরা কাতর কত দিদি দাদা মর্ম্মাহত
ছিলে সকলের তুমি হৃদয়ের হার॥

শত আদরেতে ভরা ছিল ওরে তোর ধরা
তুই একমাত্র যে রে দুলাল সবার।
কি ভাল লাগেনি মনে বল কিবা অভিমানে
চলে গেলি ধরা হতে কি আশে আবার॥

তোমার বিছানা গুলি পোষাক গহনাগুলি
অযতনে পড়ে কাঁদে খেলনা তোমার।
তোমারে হইয়ে হারা বিশ্ব যেন শোকাতুরা
কোথা গেছ যাদু, করি সব অন্ধকার॥

তিলেক মায়েরে ছেড়ে কভু থাকিতেনা যে রে
কার কোল পেয়ে স্নেহ ভুলিয়াছ মার।
ওই যে 'সোমের' পাশে 'অর্জ্জুন' রয়েছে বসে
ওই যে 'অভয়' সেথা খেলিছে আবার॥

ত্রিমুর্ত্তি ত্রিতাপহরা আলো করা শোভা করা
রয়েছে রহিবে বুকে গাঁথা অনিবার।
ওই যে ধরার পানে চাহিয়া প্রফুল্লপ্রাণে
বলিতেছে দেখা হেথা হইবে আবার॥

অপূর্ণ হৃদয় আশা অপূর্ণ এ ভালবাসা

অপূর্ণ স্নেহের এই নিদর্শন হার।

আজি অশ্রু জলে ভেসে দিলাম তোমারে শেষে

স্মৃতি চিহ্ণ চিরতরে উদ্দেশে তোমার॥

১৩১৫, ১লা চৈত্র।

স্মৃতির ব্যাথা।

তুমি এসেছিলে ভুলে

তাই গেলে খেলা ফেলে

আমি যে বাঁধিতে প্রাণ পারিনারে আর।

এসেছিলে ধরাবাসে

ভুল ভেঙ্গে গেলে শেষে

রেখে গেলে ধরাভরা শুধু হাহাকার॥

সুদীর্ঘ বরষ দুটি

অভাবে বিষাদে কাটি

তবুও এ ভুল যে রে সারেনি আমার।

এখন (ও) যে ঘুম ঘোরে

বাহু প্রসারণ করে

খুঁজি যে কোলের কাছে তোরে শতবার॥

এখনও চমকি উঠি
আনমনে যাই ছুটি
করিতে তোমারে হায় কোলে একবার।
এখন (ও) যে বেলা হলে
তুমি দুধ খাবে বলে
আকুল নয়নে হায় চাহি চারিধার॥

এখন (ও) মেঘের ডাকে
যবে এ পরাণ কাঁপে
আঁকড়ি ধরিতে বুকে খুঁজি অনিবার।
এখন (ও) বরষা দিনে
ভাবি বসি নিরজনে
এ জীবনে হায় তোরে পাবনারে আর॥

শত সুখ মাঝখানে
তোরে সদা পড়ে মনে
মনে পড়ে ব্যাধিক্লিষ্ট মুখানি তোমার।
একটু একটু দুঃখে
উথলিয়া উঠে বুকে
আশার পুত্তলি ছিলি সংসার মাঝার॥

তুই যে দেবের ছেলে
হায় এসেছিলি ভুলে
দুঃখিনী মায়েরে মনে পড়ে না কি আর।

বুক ফাটা দুঃখ লয়ে
পড়ে আছি সব সয়ে
ভুলিতে পারিনা বুকে জাগে অনিবার ॥

সন ১৩১৬, ১১ই আষাঢ়।

ভাগ্নি স্বর'র স্মৃতি-চিহ্ন।

কেমনে নিঠুর হয়ে চলে গেছ হায়।
বেদনা কি লাগিলনা তোমার হৃদয় ॥
ঠাকুমা মাসিমা তাঁরা
হইয়া তোমারে হারা
কি অনন্ত ব্যথা ভরা ঘোর নিরাশায়।
এমন করে কি 'স্বর' চলে যেতে হয় ॥

তোর পুত্র কন্যা আজ কাঁদিয়া লুটায়।
শূন্য গৃহে হাহাকার দেখ আজি হায় ॥
একেবারে অকস্মাৎ
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
করেছ যে তুমি হায় নির্ম্মম হৃদয়।
শেষ দেখা পায়নি যে তার' এ ধরায় ॥

'যোগেন' জীয়স্তে মৃত তুমি বিনা হায়।
'অমে' 'বুল' ভগ্ন বুকে কাদিয়া লুটায় ॥
তারা যে মায়ের মত
তোরে ভাবি অবিরত
ছিল এধরায় ওরে তোর স্নেহ ছায়।
এমন করিয়া কি রে ফেলে যেতে হয় ॥

ভাই বোন সকলের জননীর প্রায়।
ছিলে চিরদিন যে রে মঙ্গল চিন্তায় ॥
আজি তাহাদের ফেলে
কোথায় গিয়াছ চলে
কার মুখ চেয়ে তারা ভুলিবে তোমায়।
রোগে সেবা শোকে শান্তি কে করিবে হায় ॥

নির্ম্মলের শোক অশ্রু দেখা নাহি যায়।
কি বলে বুঝাব তারে বল আজি হায় ॥
সখীর মতন ছিলে
অভিন্ন বান্ধব ছিলে
স্মরি তব কথা মনে প্রবোধ না পায়।
সব দেখিলাম হায় নির্ম্মম হৃদয় ॥

সেই যে প্রথম দেখা হাসি মুখে হায়।
পবিত্র লক্ষ্মীর মত ভরা সুষমায় ॥

রূপে গুণে আলো করা
ছিলে চিরমনোহরা
সরল সৌহৃদ্যভরা নির্ম্মল হৃদয়।
কি করে ভুলিব ওরে ভোলা নাহি যায় ॥

সেই যে বিষাদভরা ঘোর নিরাশায়।
দেখিয়াছি সে মুরতি বৈধব্য দশায় ॥
রোগশুষ্কশীর্ণ মুখ
দেখিয়া ভেঙ্গেছে বুক
আবার দেখালি ওরে শেষ দৃশ্য হায়।
কাছে বসে দেখিলাম আকুলহৃদয় ॥

বুঝি ধরাবাসে ভাল লাগিলনা হায়।
তাই চলে গেছ হয়ে নির্ম্মমহৃদয় ॥
বড় আদরের ছিলে
গেছ পিতামাতাকোলে
পাইতে আবার সেই আদর সেথায়।
ঠাকুমার কর্ত্তামার স্নেহের ছায়ায় ॥

থাক তবে ডাকিবনা থাক সুখে হায়।
স্বরগে মায়ের কোলে পিতৃ স্নেহ ছায় ॥
পতিব্রতা তুমি সতী
স্বরগে পেয়েছ পতি

সুখী হোও এ মিনতি বিশ্বপতি পায়।
শেষ স্মৃতিচিহ্ন আজি দিলাম তোমায়॥

সন ১৩১৫, ২৭শে শ্রাবণ

তৃতীয় কন্যা হিরণ আয় একবার।

কি করে মা গেছ চলে হেথাকার সব ভুলে
আনন্দপ্রতিমাখানি হিরণ আমার।
দুঃখিনী মায়েরে ফেলে কেমনে নিশ্চিন্ত হ'লে
শুকায়ে গেল কি তব স্নেহ পারাবার॥
সেই প্রীতিমাখা হাসি অতুলনা শোভারাশি
কেমনে ভুলিব হায় সে কি ভুলিবার।
দেখ্ ওরে দেখ্ ফিরে দেখ্ বারেকের তরে
কি আঘাতে ভেঙ্গে দেছ হৃদয় আমার॥

আয় একবার।

তুমিত মা চলে গেলে সুখে পতি পুত্র কোলে
রেখে গেলে আমাদের শুধু হাহাকার।
বুক ফেটে যায় যেরে কি করে ভুলিব তোরে
সারল্য পূরিত সেই মুরতি তোমার।

সেই হাসি সেই কথা হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা

সে কি ভুলিবার কথা নহে ভুলিবার।

হা নিঠুর ভাগ্যবশে কোন দেবতার রোষে

বিসর্জ্জন হল মম প্রতিমা সোণার ॥

আয় একবার !

বৃদ্ধ পিতামাতাপ্রাণে ঢেলে এই শোকাগুনে

কোন কর্ম্ম সাধিলে মা তুমি এ ধরার।

ভায়েরা কাতর কত কিরণ যে মর্ম্মাহত

কাতর কণ্ঠেতে ডাকে মণি লীলা আর ॥

ধীরেণের ভগ্ন বুক নিরাশ কাতর মুখ

দেখে ওকি গলিলনা হৃদয় তোমার।

সেই সুধামাখা হেসে মাবলে কি কাছে এসে

জুড়াবেনা একবার হৃদয় আমার ॥

আয় একবার !

সুখ শান্তি শোভা ভরা ছিলত মা তোর ধরা

কোন দুঃখে চলে গেলি বল্ একবার।

তোর শিশু পুত্র দুটি কাঁদিতেছে ভুমি লুটি

ডাকিছে করুণকণ্ঠে পিসীমা তোমার ॥

দিদিমা মাসিমা তাঁরা হইয়ে তোমারে হারা

তুলিতেছে ঘোররোলে শোকহাহাকার।

এত প্রাণে ব্যথা দিয়ে কেমনে নিদয় হয়ে
চলে গেলে ধরা হতে হিরণ আমার ॥

আয় একবার।

তুই চির আদরিণী তুই যে মা রাজরাণী
মমতারূপিণী তুই ফুল্ল ফুলহার।
অমলিন শোভারাশি ত্রিদিবের পূর্ণশশী
অস্তমিত হল আজি সব অন্ধকার ॥
হায় হায় আচম্বিতে সমাপ্ত কি সপ্তমীতে
আবাহনে বিসর্জ্জন প্রতিমা সোণার।
তোর লীলাখেলা শেষ হয়ে গেল ভস্মশেষ
ফুরাল কি এইরূপে চিহ্ন নাই তার ॥

আয় একবার

না, না 'ভীম' 'ভেবু' দুটি আছে এ ধরায় ফুটি
দিয়ে গেছে মোর করে সোনা খোকা তার।
'ভীম' পিতৃঅঙ্কে সুখে কাকাদের স্নেহবুকে
রেখেছে কিরণ করি হৃদয়ের হার ॥
ধরায় এ ফুল দুটি তোর নামে থাক ফুটি
অঙ্কে তুলে হেসে কেঁদে হেরি শতবার।
হে বিধি, স্নেহের ছায়। রেখ চির দুজনায়
সান্ত্বনা এরাই তোর স্নেহমমতার ॥

সন ১৩১৮, ১৭ই বৈশাখ।

নাই।

নাই কি ধরায় নাই হিরণ আমার।
নাই সেই ত্রিদিবের পারিজাত হার॥
নাই সেই মুখরিত ফুল্ল হাস্যরব।
মধ্যগীতে ছিন্ন তার হয়েছে নীরব॥

নাই সেই হাস্য-মাখা পরিহাস বাণী।
নাই সে আনন্দ মাখা প্রীতি ফুলরাণী
নাই সেই অফুরন্ত কথার ভাণ্ডার।
আছে শুধু স্মৃতি আর শোকহাহাকার॥

নাই সেই পরদুঃখে গলেপড়া প্রাণ।
নাই সেই অযাচিত মুক্ত হস্তে দান॥
নাই সেই আদরিণীপ্রতিমা সোণার।
চলে গেছে চিরতরে আসিবেনা আর॥

নাই তবু, কাঁদে প্রাণ বুঝিতে না চায়।
নাই নাই এজীবনে পাবনারে তায়॥
নাই সে, তবুও স্মৃতিভরা এ হৃদয়।
বড় অসময়ে মা গো, চলে গেছ হায়॥

সন ১৩১৮, ২১শে বৈশাখ।

৺শারদীয়া পূজায় মাতৃহৃদয়ের শোক-উচ্ছ্বাস

আবার আসিছে পূজা
হাসিছে মা দশভূজা
আমার প্রতিমাখানি ফিরিল না আর।
সবাই ভাসিছে সুখে
নব সাধ আশা বুকে
ঘুচিলনা এ প্রাণের বিষাদ-আঁধার ॥

সন্তানের স্নেহডাকে
জননী কি ভুলে থাকে
বৎসরান্তে আসিতেছে শারদা আবার।
জননীর স্নেহডাকে
সন্তানে কি ভুলে থাকে
পশেনা কি সে জগতে এই হাহাকার ॥

অর্ঘ সাজায়ে বুকে
প্রকৃতি যে হাসিমুখে
আবাহন করিতেছে জননী তোমার।
সারা সম্বৎসর ধরে
কি দারুণ হাহাকারে
ডাকিতেছি আয় ঘরে 'হিরণ' আমার ॥

বরাভয় ল'য়ে করে
করুণা মমতা ভরে
মা আসিছে ধরাপরে আনন্দ অপার।
মোহিনী যুবতী বেশে
কই সে আসেনা হেসে
কমনীয় প্রীতিময়ী 'হিরণ' আমার ॥

মা তোর চরণ তলে
শুধু অশ্রু দিছি ঢেলে
বুঝিলেনা সন্তানের কি যে দুঃখ ভার।
তুমি যে মা দয়াময়ী
অপার আনন্দময়ী
'মা' নামে থাকে না প্রাণে বিষাদ আঁধার ॥

তার দুটি শিশুছেলে
কাঁদিতেছে 'মা' 'মা' বলে
সে দৃশ্য দেখিতে হেরি বিশ্ব অন্ধকার।
কত অসহায় ফেলে
তাদের, যে গেছে চলে
অসময়ে জননী, যে কি বলিব আর ॥

তাই মা আকুল প্রাণে
চেয়ে ও চরণ পানে
নিবারিতে অশ্রু জল পারি না মা আর।
তেম্‌নি সোহাগে ভেসে
দাঁড়া মা হৃদয়ে এসে
যুবতী 'হিরণ' রূপে আয় একবার ॥

শোক তাপ দূরে যাবে
ভাঙ্গাপ্রাণ শান্তি পাবে
তোমার আলোকে পূর্ণ হইবে আবার
তার শিশু ধরি বুকে
চেয়ে ও কমল মুখে
ভুলে যেতে পারি যেন সব দুঃখভার ॥

ধন রত্ন দাও বলে
তোমার চরণ তলে
দিতেছে মা পুষ্পাঞ্জলি শত অর্ঘ্য ভার ॥
ভকত সন্তান দলে
শত-অষ্ট বিল্বদলে
দিতেছে অঞ্জলি মাগো চরণে তোমার ॥

আমিত মা অতি হীন
শোকে তাপে অতি দীন
কি দিব মা পুষ্পাঞ্জলি ভাবি অনিবার।
আছে এই দগ্ধ-প্রাণ
ও চরণে করি দান
করুণায় গ্রহণ মা কর একবার॥

জননী রূপিনী অয়ি
সুখময়ী শান্তিময়ী
সারা বিশ্বে ঢেল দেছ কি আনন্দভার।
তবে কেন আসি ভবে
কাঁদি শুধু হা হা রবে
বুঝা মা জীবন শুধু নহে কাঁদিবার॥

সন ১৩১৯, ২রা আশ্বিন।

দেবর-পুত্রী সুহাসিনীর স্মৃতিচিহ্ন।

প্রভাত বেলায়।

মায়ের কোমল বুকে যবে ফুটেছিলি সুখে
কোমলা কুসুমসম সুষমা-আলয়।
সরল আনন্দে ভুলে সুধার লহর তুলে
হাসিতিস খেলিতিস বসন্তের বায়॥

বিধি নিরদয়।

প্রবল বাত্যায় তোরে মাতৃ-অঙ্কচ্যুত করে
ফেলেদিল হায় হায় নিঠুরহৃদয়।
আমি তোরে স্নেহবুকে তুলিয়া লইনু সুখে
পালিলাম, রাখিলাম স্নেহনীড় ছায়॥

মধ্যাহ্ন বেলায়

সুপাত্র আনিয়া তোরে সমর্পিনু তা'র করে
সুবর্ণ প্রতিমাখানি কিবা শোভাময়।
লাবণ্যসুষমা-রাশি আননে বেড়ায় ভাসি
স্বরগের মন্দাকিনী ভরা ও হৃদয়॥

নিরাশ হৃদয়।

তোর সে মুকুলগুলি অকালে পড়িল ঝরি
দেখেছি সে অশ্রু তোর ভরা নিরাশায়।

পরে তপস্যার বলে 'যতীনে' 'কিরণে' কোলে
পাইয়া আনন্দ ভরা দেখেছি হৃদয় ॥

অপরাহ্ন হায়।
সেই হাসি কান্নামুখ ভরে আছে সব বুক
প্রভারে লইয়া কোলে দেখিয়াছি হায়।
সেই দেখা শেষ দেখা আর ত হলনা দেখা
আর ত একটি কথা হলনা ধরায় ॥

বুঝি সব যায়।
শেষ ছোটখুকী আসি কি সংবাদ সর্ব্বনাশা
শুনিলাম রোগশয্যা, ছুটিলাম হায়।
আশা-ভরসায় ভরে হৃদয়ে ধরিনু তোরে
সোণার কমল মোর পড়ে বিছানায় ॥

সায়াহ্ন বেলায়।
তারপর সব শেষ তোর খেলা-ধুলা শেষ
শুনিনু পাষাণ প্রাণে, 'হায় হায় হায়'।
চারিটি কুসুম-কলি বৃন্তচ্যুত করে গেলি
কে ফুটাবে স্নেহাদরে তাদের ধরায় ॥

আজ চলে যায়।
ভগিনী তোমার নিধি মোরে দিয়েছিল বিধি
আজি সে তোমার ধন তব কাছে যায়।

রেখ স্নেহাদরে সুখে তোমার কোমল বুকে
যেন সেথা 'সু' আমার চির-শান্তি পায় ॥

আঁধার নিশায়।

গেছে সে সংসার ভুলে অসমাপ্ত খেলা ফেলে
জানিনা কি লোভে সেথা কি সুখ আশায়।
দয়ামময় সব শোক তব ইচ্ছা পূর্ণ্য হোক
দিও শক্তি পারি যেন সহিবারে হায় ॥

ঘোর নিরাশায়।

পেয়ে হেথা বড় ব্যথা জুড়াতে গেছে সে সেথা
মাতৃহীন 'সু'-আজ মা'র কাছে যায়।
ধরার এ রোগ-শোক ভুলে সেথা সুখী হোক্
শেষ আশীর্ব্বাদ আজি করিনু তোমায় ॥

সন ১৩২১।

শোকোচ্ছ্বাস 'সু'-বিয়োগে।

কি আশে মা এসেছিলে
কি দুঃখে মা চলে গেলে
কি আঘাতে ভেঙ্গে দিলে হৃদয় আবার

আয় মা 'স্থ' আয় ফিরে
যাস্‌নি যাস্‌নি ওরে
আমার এ স্নেহ বুকে আয় একবার

তুমি যে গচ্ছিতধন
হাতে হাতে সমর্পণ
করেছিল মা যে তোর কি বলিব আর।
আমিরে কপাল দোষে
কোন দেবতার রোষে
তোমাকে মা বিসর্জ্জন দিলাম আবার॥

শোক মা ধরেনা বুকে
অশ্রু আর নাহি চোখে
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি অন্ধকার।
'হেমলতা' গেছে চলে
অসময়ে মেলা ফেলে
'হিরণ' ও গিয়াছে চলে কি বলিব আর॥

তুই পুনঃ দিয়ে ব্যথা
না কয়ে একটি কথা
চলে গেলি ভেঙ্গে চুরে হৃদয় আগার।

তোদের হইয়ে হারা
হয়েছি পাগল-পারা
জ্বলিছে হৃদয় সম জ্বলন্ত অঙ্গার

পেয়ে হেথা বড় ব্যথা
তাই কি গিয়াছ সেথা
স্বরগে নন্দনপুরে মাতৃস্নেহ ছায়।
হেথাকার সব ভুলে
কেমনে নিশ্চিন্ত হলে
চলে গেলে মার কোলে আনন্দ-হৃদয় ॥

তোদের মাহারা ছেলে
দেখিলে পাষাণ গলে
কচিবুকে কি যাতনা বজ্রাঘাত প্রায়।
অসময়ে খেলা ফেলে
কি আশে মা চলে গেলে
শত কার্য্য ছিল যে মা তোর এ ধরায় ॥

'যতীন' 'কিরণ' তারা
হইয়া তোমারে হারা
তুলিতেছে ঘোর রোলে শোক-তান হায়।

তোর দুটি ছোট মেয়ে
কার কাছে দিয়ে গেলে
কে পালিবে কে রাখিবে স্নেহ সুধা ছায় ॥

বলেছিলে দুঃখ মনে
হায় 'হিরণের' সনে
এ জীবনে শেষ দেখা হল না ধরায়।
তাই কি মা সব ভুলে
হেথা হতে গেছ চলে
খেলিতে দু'বোনে বুঝি নন্দনে সেথায় ॥

তোরা যে সন্তাপ-হরা
আলো করা শোভাকরা
হৃদি প্রাণ ফুল্ল করা মমতার হার।
তোদের পাইয়া বুকে
কত সাধ-আশা-সুখে
ভেসে ছিল এ পরাণ কি বলিব আর ॥

তোদের হারায়ে দুঃখে
কি ব্যথা বেজেছে বুকে
বলিব কাহার কাছে কে বুঝিবে হায়।

যতদিন রব ভবে
এই শোক সম রবে
অন্তিমে নির্ব্বাণ মাগো পাইব চিতায় ॥

ছিল চির সাধ বুকে
তোদের রাখিয়া সুখে
করিব অন্তিম শয্যা স্বামী পদছায় ।
সীমন্তে সিন্দূর লয়ে
রাজরাণী মত হয়ে
চলে যাব হাসিমুখে ছাড়িয়া ধরায় ॥

সে আশা ত মিটিলনা
সে সাধ ত পুরিলনা
তোরাত পাষাণ প্রাণে চলে গেলি হায় ।
অবশেষ আছে যাহা
রেখে যেতে পারি তাহা
এই ভিক্ষা দয়াময় করি তব পায় ॥

তোদের মতন করে
আমি কবে যাব ওরে
বলে দেরে সেদিনের থাকি প্রতীক্ষায় ।

এই তপস্যার বলে
আবার পাইব কোলে
হারান রতনগুলি নন্দনে সেথায় ॥

সন ১৩২১।

ঠাকুরজামাইএর স্মৃতি-চিহ্ন

দোলপূর্ণিমার নিশি হোল অবসান
কি শুনিনু অকস্মাৎ
বিনামেঘে বজ্রাঘাত
ঠাকুরজামাই আহা অন্তিম শয়ান।
ছুটিনু আকুল প্রাণে
দেখিলাম দু' নয়নে
দেখিলাম 'হায়' 'হায়' বিদরে পরাণ ॥

রাজরাজেশ্বর আজ ধূলায় শয়ন।
দেখিনু প্রাঙ্গণ 'পরে
শুয়ে আছে আলো করে
অর্দ্ধনিমীলিত সেই নিস্পন্দ নয়ন।

মৃত্যু-বিবর্ণ মুখ
দেখিয়া বিদরে বুক
শুনিলাম প্রাণভেদী করুণ রোদন ॥

ছিলনা ত রোগ তাপ অভাব বেদন ।
কোন দুঃখে ধরা হতে
চলে গেলে আচম্বিতে
নীরবে নীরবে শুধু মুদিলে নয়ন ।
একটু ঔষধ দিতে
একটুকু সেবা নিতে
কেন গো কাতর তব হইল পরাণ ॥

তুমিত কোমল অতি নিঠুর ত নও ।
পতিব্রতা পত্নী ফেলে
চলে গেলে অবহেলে
'অবোধ' 'কান্তির' কেন মুখ নাহি চাও
'মেনা' ভাসি অশ্রুজলে
কাঁদিতেছে পদতলে
একটু সান্ত্বনা কেন তারে নাহি দাও ॥

স্নেহের 'মনো' যে তব ছিলনা হেথায়।
দূর বৈদ্যনাথ-দেশে
এ সংবাদ সর্ব্বনেশে
পাইল বিজলি বার্ত্তা 'হায়' 'হায়' 'হায়'।
আকুল বিহ্বল বেশে
কাঁদিয়া পড়িল এসে
খুঁজিতেছে কই 'বাবা' 'কোথায়' 'কোথায়'॥

আর তুমি আসিবে না এ মর ধরায়।
'প্রভাত' 'প্রতিভা' 'তারা'
তোমারে হইয়ে হারা
ছল ছল নেত্রে তারা খুঁজিয়া বেড়ায়।
ওই বিষাদিনী বেশে
শুভ্রবস্ত্রে এলোকেশে
তোমার প্রেয়সী নারী ধূলায় লুটায়॥

হেরি এ মলিন বেশ বিদরে হৃদয়।
হেরিতে পারিনা আর
এ বিষাদ শোকভার
এ পরাণে 'হায়' 'হায়' আর কত সয়।

অনেক সয়েছি আমি
জানেন অন্তর-যামী
পাষাণ প্রাণেতে বলি বিধি নিরদয় ॥

দেবতার সম তব ইচ্ছামৃত্যু হায়।
কাহার (ও) মলিন মুখ
দেখিলে ভাঙ্গিত বুক
তাই কি এমন ভাবে ছাড়িলে ধরায়
গেছ যদি তাই হোক্
এ শোক বুকেতে রোক্
স্মৃতি-চিহ্ন চিরতরে দিলাম তোমায়

দৌহিত্রী উষাঙ্গিনীর স্মৃতি-চিহ্ন।

শুকায়েছে উষাফুল ফুটিবেনা আর।
আর সে মধুর হেসে
ডাকিবেনা কাছে এসে
অপরাজিতার সেই শোভার ভাণ্ডার ॥

ফুরাল জন্মের মত আসিবেনা আর।
শৈশবে তোদের ফেলে
জননী যে গেছে চলে
চাহিয়া তোদের মুখ, মুছি অশ্রুধার॥

তুই ও যৌবনে গেলি ছাড়িয়া সংসার।
কি দুঃখ লাগিল প্রাণে
চলে গেলে অভিমানে
কি ব্যথা বাজিল বুকে বল্ একবার॥

দিদিমার ঠাকুমার ছিলে কণ্ঠহার।
পিতার অধিক যেরে
জেঠা ভালবাসে তোরে
তাঁর নেত্রে কেন ঊষা দিলে অশ্রুধার॥

'নির্ম্মলের' অশ্রুজল হের একবার।
তোমার বিবাহ-কালে
যবে স্বামি-গৃহে গেলে
থামাতে পারেনি কেহ সে ক্রন্দন তার॥

আজ তুমি জন্মতরে কোথা চলে যাও।
'নির্ম্মলের' ক্ষুদ্র বুকে
কি ক্ষত হয়েছে শোকে
তুমি যে সবার বড়, চাও ফিরে চাও॥

'বীণা,' 'দূর্গা' 'দিদি' বলে কাঁদিয়া লুটায়।
রুগ্ন সন্তান ফেলে
কার কাছে দিয়ে গেলে
বাঁচিবে সে বল্ 'উষা' কার স্নেহ-ছায় ॥

ঠাকুমা দিদিমা তাঁরা পাগলিনী প্রায়।
তোর শিশু চাপি বুকে
যাপে দিন কত দুঃখে
এই কি তোমার 'উষা' যাবার সময় ॥

তোমারে দেখিতে 'উষা' কত সাধ হয়।
আনিতে পাঠায়ে তোরে
বসে আছি আশা করে
আমি যেরে 'সাধ' আজি দিবগো তোমায় ॥

শুনিলাম রোগ তোর আচম্বিতে হায়।
'ম্যালেরিয়া'-জ্বর বলে
'নির্ম্মল' বলিল যেরে
তারপর তোর শেষ হোল এ ধরায় ॥

কি সাধে বিষাদ ঢালি চলে গেলি হায়।
সেই মুখখানি আহা
আর দেখিবনা তাহা
জনমের মত আহা হারানু তোমায় ॥

খেলার পুত্তলি-গুলি চলে গেল হায়।
কি লয়ে খেলিব আর
ভাবি তাই বার বার
স্মরিলে সকল কথা বুক ফেটে যায়॥

মা মাসীর স্নেহ-কোলে গেছ বুঝি হায়।
সন্তানে মা হারা করে
তুই চলে গেলি ওরে
জুড়াতে বুঝিরে 'ঊষা' মাতৃ-স্নেহ-ছায়॥

মাতৃহীন শুষ্কমুখ চারিদিকে হায়।
'হেমলতা' গেছে ফেলে
'হিরণ' গিয়াছে চলে
'সু' গিয়াছে, 'ঊষা'ও যে চলিল সেথায়॥

এ পরাণে বল 'ঊষা' আর কত সয়।
চিরদিন এই বুকে
শুধু কি জ্বলিবে দুঃখে
রাবণের চিতা সম জ্বলন্ত শিখায়।

যাও তবে যাও 'ঊষা' কি বলিব আর।
একদিন ওই লোকে
দেখা সেথা হবে সুখে
লও দিদিমার শেষ নিদর্শন-হার॥

সন ১৩২২ সাল. ৪ঠা মাঘ।

জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূর স্মৃতি-চিহ্ন।

দেবধাম ছিল তব অতি প্রিয় স্থান।
তাই কি করেছ সেথা অন্তিম শয়ান॥
তুমি সতী পুণ্যবতী
রাখি পুত্র রাখি পতি
সতী স্বর্গলোকে 'ভগ্নি' করেছ প্রয়াণ।
দেবধাম ছিল তব অতি প্রিয় স্থান।

কিছুত-অভাব তব ছিলনা ধরায়।
কোন দুঃখে চলে গেলে 'হায়' 'হায়' 'হায়'॥
প্রাণের সন্তান-গুলি
কাঁদিতেছে 'মা' 'মা' বলি
বেদনা কি লাগিলনা তোমার হৃদয়।
কেমনে এখন 'ভগ্নি' হয়েছ নিদয়॥

'ভগিনী,' অধিক ভাল বাসিতে যে হায়।
স্মরিয়া তোমার স্নেহ ব্যাকুল হৃদয়॥
রহিল এ খেদ মনে
শেষ যে তোমার সনে
এজীবনে শেষ দেখা হলনা ধরায়।

কেমনে আমরা 'ভগ্নী' ভুলিব তোমায় ॥
বৃদ্ধ পিতা, ভ্রাতা ভগ্নী কাঁদিয়া লুটায়।
কেমনে মায়ের মায়া কাটাইলে হায় ॥
তাঁর এই বৃদ্ধকালে
কি আগুন জ্বেলে দিলে
কি বেড়ী পরায়ে দিলে তাঁর দুটি পায় ॥

নিঠুর সংসার খেলা কি বলিব হায়।
নিঠুর নিঠুর এই মানব হৃদয় ॥
দুইদিন নাহি যেতে
দু' বৎসর না পেরুতে
তোমার স্থানেতে পুনঃ নূতন উদয়।
এই কি সংসার গতি 'হা ধিক্,' নিদয় ॥

যেথা থাক, থাক সুখে কি বলিব আর।
উদ্দেশে আজিকে 'ভগ্নি' গেঁথে অশ্রুহার ॥
দিলাম তোমার গলে
স্নেহ আশীর্ব্বাদ ঢেলে
লও 'ভগ্নি' এ জীবনে শেষ উপহার।
শ্রদ্ধানত হৃদয়ের পূত অশ্রুধার ॥

১৩২৬ সাল, ৫ই চৈত্র ॥

জ্যেষ্ঠ-পুত্রবধূ "বউমার" স্মৃতি-চিহ্ন।

আবার শোকের শিখা হৃদি মাঝে দিল দেখা
আবার বিষাদে কেন কাঁদিল পরাণ।
আবার নয়নে কেন ঝরে অশ্রু পুনঃ পুনঃ
আবার আবার প্রাণ কেন ম্রিয়মাণ॥

নাই হায় বধূমাতা কষিতা-কাঞ্চনলতা
চলে গেছে অসময়ে কাঁদায়ে ভবন।
যেতে যে চায়নি ওরে লয়ে গেছে জোর করে
করাল নিঠুর কাল কৃতান্ত শমন॥

কি রোগ-যন্ত্রণা পেলে শত্রুর ও প্রাণ গলে
পেয়েছ নির্ব্বাণ শান্তি তুমি 'মা' এখন।
কি ঝড় বহায়ে গেলে শান্তি-তরু নির্ম্মূলিলে
শান্তি অস্তমিত হোল হায় ভবন

দশ বছরেতে হেসে এসে ছিলে বধূ বেশে
কুললক্ষ্মীরূপে মাগো শোভা অতুলন।
সপ্ত বিংশ বর্ষকালে চলে গেলে অবহেলে
রেখে গেলে কত কীর্ত্তি হায় এ ভুবন॥

রাজরাণী বেশে যেরে　　　　বিদায় দিয়েছি তোরে
জাগিছে মানসে মম সে মূর্ত্তি মোহন।
গেছ তুমি কোন লোকে　　　　থাক চির মনঃসুখে
সতী স্বর্গলোকে আছ উজলি এখন॥

যাদের মা প্রিয় ছিলে　　　　ভুলে গেছে অবহেলে
তোমার স্থানেতে পুনঃ নূতন এখন।
এম্‌নি সংসার গতি　　　　মানবের এ প্রকৃতি
নাহি চিহ্ন অবশেষ করিতে স্মরণ॥

যা' হবার তাই হোক্　　　　মুছে যাক এই শোক
কি দুঃখ তোমার তা'তে বলমা এখন।
আজি মাগো উদ্দেশেতে　　　　দিলাম তোমার হাতে
আশীর্ব্বাদ-মালাখানি করহ গ্রহণ॥

সপ্তদশ বর্ষধরে　　　　মা বলে যে ডেকেছিলে
বাজিছে সে সুর কাণে আজ (ও) তেমন।
মাতৃ-স্নেহ পূর্ণ প্রাণে　　　　ভুলি শত দোষ গুণে
স্মৃতি-চিহ্ন চিরতরে করিনু অর্পণ॥

পৌত্রী পরিমলের স্মৃতি-চিহ্ন ।

কোথায় গিয়াছ চলে হেথাকার সব ভুলে
কেমনে নিশ্চিন্ত 'পরি' হয়েছ এবার।
তুমিত নিঠুর নও চির কোমলতা-ময়
যাস্‌নি যাস্‌নি ওরে আয় একবার॥

কি করে থাকিব ঘরে প্রাণ যেরে ভেঙ্গে পড়ে
কি করে থামাব বুকে এই 'হাহাকার'॥
তুই চির-আদরিণী তুই যেরে রাজরাণী
কোন্ দুঃখে চলে গেলি আয় একবার॥

তোরে পেয়ে সব পূর্ণ তোর সাধ আশাপূর্ণ
অপূর্ণ জীবনে কিছু হয়নি তোমার।
বল্ তবে কোন আশে কি বা ধন অভিলাষে
চলে গেলি পায়ে ঠেলে এসব ধরার॥
প্রাণ-ভরা হাহাকার এই শোক অশ্রুধার

কিছুকি ফিরাতে তোরে পারিলনা আর।
বাপ তোর অবসন্ন হতাশে হৃদয় পূর্ণ
বিষাদে পড়িছে নুয়ে ফেলে অশ্রুধার॥

রাণীর হৃদয় তলে কি যে শোকানল জ্বলে
তুলিছে গগন-ভেদী শোক হাহাকার।
ঠাকুমা দিদিমা তাঁরা হইয়া তোমারে হারা
নিজের জীবনে ধিক্ মানে শতবার ॥
পিতামহ মাতামহ কি বিষাদে অবসন্ন
চলিয়া গিয়াছে যেন কত যুগ আর।
কাকা কাকী জেঠা জেঠি তোর ছোট বোন দুটি
কাঁদিয়া করিছে দেখ্ ঘোর হাহাকার ॥

মামারা যে অবসন্ন চারিদিকে শোক মগ্ন
বংশের দুলালী যেরে তুই এ ধরার।
শ্বশুর শাশুড়ী তাঁরা তোমারে হইয়া হারা
হেরিছেন ঘর দ্বার সব অন্ধকার ॥

'নরেনের' মুখ দেখে বুক ভেঙ্গে যায় দুঃখে
সহিতে পারিনা যেরে তার অশ্রুধার।
এত স্নেহ ভালবাসা এত জীবনের আশা
কিছু কি বাঁধিতে তোরে পারিলনা আর ॥
কোমল রূপের ডালি স্বপ্ন-ভরা প্রীতি থালি
বড় মধুময় ছিল জীবন তোমার।
কুঞ্চিত অলক-রাশি ফুল্লাধরে সুধাহাসি
কমনীয় সে মুরতি সে কি ভুলিবার ॥

কি করে ভুলিব ওরে বুক ফেটে যায় যেরে
কি করে থামাব ওরে এই 'হাহাকার'।
হায় অসময়ে তোরে ছেড়ে দিতে হবে ওরে
স্বপনে ও ভাবিনি যে, কি বলিব আর॥
বৃদ্ধ-জীবনের সুখ তোদের যে হাসিমুখ
ঠাকুমার জীবনের পারিজাত-হার।
হৃদয় লুণ্ঠন করি কে নিঠুর নিল হরি
সাধের সে 'পরিমল' প্রীতির ভাণ্ডার॥
একদিন হাতে ধরে হেসে বলেছিলে ওরে
মৃত্যু-পরে স্মৃতি-চিহ্ন লিখিও আমার।
আজি অশ্রু-রুদ্ধ চোকে কি ঝড় উঠিছে বুকে
তবু প্রতিশ্রুতি আজি পালিনু তোমার॥
তোর প্রাণ পরিপূর্ণ জাননি অভাব দৈন্য
এ সাধ ও পরিপূর্ণ করিনু তোমার।
এ বুকেতে সব সবে একদিন শেষ হবে
সেই আশা লয়ে বুকে রহিনু এবার॥
পূত অশ্রু মুছি চোকে আজি এই দীর্ণ-বুকে
স্মৃতি চিহ্ন উদ্দেশেতে দিলাম তোমার।
উজলিয়া পূর্ণলোকে থাক সেথা চির সুখে
লও ঠাকুমার শেষ আশীর্ব্বাদ-হার॥

সন ১৩২৬ সাল, ১০ই চৈত্র।

মধ্যম ভ্রাতৃজায়া-বিয়োগে স্মৃতি-চিহ্ন।

বাঁচিয়া মরিয়া তুমি ছিলে এ ধরায়।
মরিয়া বাঁচিয়া গেছ তাই আজ হায়॥
দুইটি বৎসর তরে
কি রোগ-যন্ত্রণা পেলে
নয়নে বহিত ধারা হেরি যাতনায়।
সোনার প্রতিমা খানি পড়ে বিছানায়।

বেহুলার সম তব পতি-ভক্তি হায়।
স্মরিয়া সে কথা অশ্রু ঝরে বেদনায়॥
'মোটরে' আহত পতি
ছিলনাক কোন (ও) স্মৃতি
বাঁচিবার কোন আশা ছিলনা তাহার।
স্নেহ প্রেম সেবা দানে বাঁচালে এবার॥

নিজ আয়ু দিয়ে যেন বাঁচায়ে তাহায়।
করিলে অন্তিম শয্যা সে চরণ ছায়॥
তুমি সতী ভাগ্যবতী
পতিব্রতা পুণ্যবতী
হাসি মুখে চলে গেছ রাজরাণী প্রায়।
তোর মত যেতে বোন্ বড় সাধ হয়॥

তোর পিতা পিতামহী কাঁদিয়া লুটায়।
ভাই বোন মাতা কাঁদে বিকল হৃদয়॥
পাঁচটি কোমল ক'ল
কাঁদে আজ "মা" "মা" বলি
চলে গেলে তুমি আজ হয়ে নিরদয়॥
স্বরগে নন্দন-পুরে বিভু-পদ-ছায়॥

বরণ করিয়া ঘরে তুলেছি তোমায়।
আজি কালবশে পুনঃ দিলাম বিদায়॥
কন্যার সমান ছিলে
বড় শোক দিয়ে গেলে
স্বামী শ্বশ্রূমাতা তব শোকাকুলা হায়।
শেষ আশীর্ব্বাদ 'ভগ্নি' দিলাম তোমায়

উজলিয়া কোন লোকে রয়েছ এখন।
ভুলেছত রোগ ব্যথা, ব্যথিত জীবন॥
শান্তিময় স্নেহ-কোলে
রোগ জ্বালা সব ভুলে
থাক তুমি চিরদিন পাইয়া নির্ব্বাণ।
শেষ স্মৃতি-চিহ্ন 'ভগ্নি' করহ গ্রহণ॥

২০শে ভাদ্র।

ভগ্নী-পুত্রবধু-বিয়োগে স্মৃতি-চিহ্ন।

বড় সুখে সুখী তুমি ছিলে এ ধরায়।
কেন অসময়ে আজি লয়েছ বিদায়॥
'হায়' 'হায়' অকস্মাৎ
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত
চলে গেলে ফাঁকি দিয়ে হইয়ে নিদয়।
'হায়' 'হায়' কি বলিব বিদরে হৃদয়॥

কি কাল কলেরা রোগ হল মা তোমার।
চব্বিস ঘণ্টাও নাহি দিল অবসর॥
কপোত কপোতীমত
মুখে মুখে অবিরত
বেঁধেছিলে সুখ নীড় কি শান্তি-ছায়ায়।
সব শেষ হয়ে গেল হারানু তোমায়॥

সংসারের কত সাধ ছিল মা তোমার।
কত মনমত করে সাজালে সংসার॥
এ সব ফেলে মা হেথা
আজি চলে গেলে কোথা
কার হাতে 'গণেশের' দিয়ে গেলে ভার।
সে যে প্রাণাধিক পুত্র ছিল মা তোমার॥

মাতাপিতৃহীন 'সোতে' তোর প্রেম-ছায়
সংসারী হইয়া সুখে ছিল এ ধরায় ॥
করিয়া হৃদয় শূন্য
সব সাধ আশা ভগ্ন
কে হরিল সে প্রতিমা হয়ে নিরদয়।
স্মরিয়া সকল কথা বিদরে হৃদয় ॥

বরণ করিয়ে তোরে তুলেছিনু হায়।
রাজরাণী বেশে আজ দিলাম বিদায় ॥
কহিতে না বাক্য সরে
শুধু শোক অশ্রু ঝরে
স্মৃতি-চিহ্ন উদ্দেশেতে দিলাম তোমায়।
আশার্ব্বাদ মালাখানি তোমার গলায় ॥

চতুর্থ-কন্যা কিরণ-প্রয়াণে।

শুক্লা-দ্বাদশীর তিথি, ধরণী জ্যোছনা-ভরা
করিলে মা মহাযাত্রা ছেড়ে তুমি এই ধরা ॥
সতী স্বর্গলোক হতে নামে রথ ধীরে ধীরে।
ওই যে অপ্সরা সব তুলিয়া লইল তোরে ॥

চলে গেলে হাসিমুখে জীর্ণ এই দেহ ফেলে।
চাহিলেনা একবার কাতরা জননী বলে॥
পরাল অপ্সরা সব কি অম্লান ফুলমালা।
কি সাজে সাজাল তোরে সোনার ‘কিরণ’-বালা॥

পরাইল রক্তাম্বর সীমন্তে সিন্দূর আর।
ফুলের মুকুট শিরে কিবা শোভা চমৎকার॥
কুণ্ডল কর্ণেতে দিল অলক্তক দুটি পায়।
ফুলবালা বাজুবন্ধ শোভিল কি সুষমায়॥

নামে রথ ধীরে ধীরে স্বর্গে মন্দাকিনী কুলে।
পরিচিত দুটি বাহু জড়াল তোমার গলে॥
হাসিয়া অম্লান হাসি ‘হিরণ’ কহিল ওরে।
বাজা শুভ শঙ্খ আজ ‘কিরণ’ এসেছে ফিরে॥

এক বৃন্তে ফুল সম আবার আমরা দুটি।
রহিব রে চিরদিন বিভুর চরণে ফুটি॥
হাসিয়া মধুর হাসি ‘হেমলতা’ কয় ধীরে।
’হিরণ’ ‘কিরণ’ দেখ ‘সু’ এসেছে ওই যেরে॥

সতী স্বর্গলোক হতে ‘বৌমা’ মধুর হাসি।
চিনিতে কি পার বলে সমুখে দাঁড়াল আসি॥
কোলে দিল সোনা খোকা ‘অভয়’ ‘অর্জ্জুন’ দুটি।
‘রাঙাদি’ বলিয়া ‘সোম’ ওই যে আসিল ছুটি॥

হাসিয়া মধুর হাসি 'পরিমল' কয় ধীরে।
আমার 'পিসিমা' বলি পদধূলি লয় শিরে॥
'বড়মামি' 'মেজমামি' অমিয়-প্রফুল্ল-প্রাণ।
হাসিয়া করিল তোরে সুখে আশীর্ব্বাদ দান॥

শ্বশুর শ্বাশুড়ী তোরে কোলে নিল হাসি-মুখে।
বড় বেয়াই বেয়ান আসি, আশীর্ব্বাদ করে সুখে॥
'হরিভূষণ' 'সু' আসি 'মেজবৌদি' বলিয়া তোরে।
চিনিবে কি, বলে তোর সম্মুখে দাঁড়াল ফিরে॥

আনন্দের ধারা সেথা বহে মন্দাকিনী-কূলে।
পুষ্পবৃষ্টি হয়ে সেথা ছেয়ে গেল ফুলে ফুলে॥
সুখে ভোর হয়ে তুই চাহিলি ধরার পানে।
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন মোর আগুন জ্বলিল প্রাণে॥

শুভ উত্তরায়ণ আর পুণ্যাহ ফাল্গুন মাস।
হবেনারে জন্ম আর কর চির স্বর্গবাস॥
দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী সম্মিলন ক্ষেত্রে আর।
পাঁচুই ফাল্গুন তিথি ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত সোমবার॥

আমার দুঃখের প্রাণ সকলি সহিবে হায়।
একদিন কোলে সেথা পাব ওরে পুনরায়॥
সে আশ্বাসে আছে প্রাণ একে একে ছেড়ে সব।
হৃদয় বিদরি শুধু উঠে হাহাকার রব॥

মায়ের অমূল্য নিধি হৃদয়ের স্নেহ হার।
আজ শুধু অশ্রুঝরে তাই গেঁথে দিনু হার।
'কিরণ' তোমার গলে, লহ আশীর্ব্বাদ আর।
একে একে সকলের গলে, দিনু উপহার।

সন ১৩৩১, ৫ই আষাঢ়।

অশ্রুগাঁথা

তুমিত মা গেছ চলে কি শোক আগুন জ্বলে
দিয়ে গেছ চিরতরে শোক হাহাকার।
তুমিত মা গেছ চলে সুখ আশা সব দলে
আমরা কেমনে তোরে ভুলি একবার॥

তুমিত মা গেছ চলে বৃদ্ধ পিতা মাতা ফেলে
কি জ্বালা জ্বালালে প্রাণে কি শোক আঁধার
তুমিত মা গেছ চলে সাধের সংসার ফেলে
ভায়েরা কাতর কত ব্যথিত তোমার।

তুমিত মা গেছ চলে 'মণি' ভাসে অশ্রু জলে
শেষ দেখা সে যে মাগো পায়নি তোমার।
তুমিত মা গেছ চলে কাতরা 'লীলাকে' ফেলে
আকুল তোমার শোকে করে হাহাকার॥

তুমিত মা গেছ চলে প্রেমময় স্বামী ফেলে
তার পানে ফিরে তুমি চাহ একবার।
তুমিত মা গেছ চলে 'ভীম' 'ভেবু' দুটি ফেলে
তারা যে মা মাতৃহীন হ'ল মা আবার॥

তুমিত মা গেছ চলে স্নেহের 'বলাই' (য়ে) ফেলে
পুত্র সখা ভ্রাতা সে যে ছিল মা তোমার॥
তুমিত মা গেছ চলে 'হিরণের' স্নেহ কোলে
একবৃন্তে দুটি ফুল ফুটিতে আবার।

তুমিত মা গেছ চলে স্বর্গে মন্দাকিনী-কূলে
সতী-স্বর্গলোকে স্থান অক্ষয় তোমার॥
তুমিত মা গেছ চলে তিনটি বোনের কোলে
'হেমলতা,' 'সু' 'হিরণ,' তুমিও আবার।

তোমরা গিয়াছ চলে একে একে সব ভুলে
দুঃখিনী মায়েরে মনে পড়ে না কি আর॥
তুমিত মা গেছ চলে ভাসি এই শোক-জলে
একদিন দেখা সেথা হবেরে আবার।

তুমিত মা গেছ চলে সেই আশা আছে বলে
অন্তেতে তোমারে কোলে পাব পুনর্ব্বার॥
তুমিত মা গেছ চলে হেথাকার সব ভুলে
আমরা কেমনে শান্ত হব মা আবার।

তুমিত মা গেছ চলে রোগ জ্বালা সব ভুলে
পেয়েছ কি চির শান্তি বল একবার ॥

'কিরণ' আমার !

হায় 'মাগো' যা বলিলি
শেষ তুই তা করিলি
কেমনে দিলিরে ফাঁকি
বল্ একবার।

শূন্য খাঁচাটি রাখি
উড়িয়া গিয়াছে পাখী
কি জ্বালা জ্বলিল হৃদে
কি বলিব আর।

পাঁচুই ফাল্গুন নিশি
ছিনু মাগো কাছে বসি
অনিমেষে মুখপানে
চাহিয়া তোমার ॥

তোর ব্যাধি দুঃখ ক্লেশ
হল মাগো সব শেষ
কত কষ্ট কত ব্যথা
পেয়েছ অপার।

পাঁচ মিনিটের তরে
ছাড়িয়া গেছিনু যেরে
এসে দেখি সব শেষ
হয়েছে তোমার।

বলিতে কাতর হয়ে
দাও ঘুম পাড়াইয়ে
তাই কি ঘুমায়ে যাদু
পড়েছ এবার ॥

আর ঘুম ভাঙ্গিবেনা
আর কভু জাগিবেনা
মা বলে কি ডাকিবেনা
আর একবার

কে নিঠুর নিল হরে
সে সোনার প্রতিমারে
কেমনে ভুলিব ওরে
এই শোক ভার ॥

এক দণ্ড ছাড়িতে না
মা না হলে চলিত না
আজ দিয়ে গেলে মাগো
এই হাহাকার।

সব দয়া স্নেহ ভুলে
কেমনে মা চলে গেলে
কেমনে নিঠুর এত
হয়েছ এবার।

বলিতে তোমার কোলে
যেতে যেন পারি ওরে,
তাইকি আমার কোলে
সত্য চলে যাও।

তোর 'ভীম' 'ভেবু' দুটি
কাঁদিতেছে ভূমি লুটি
তোর 'রবি' ডাকে তোরে
আয় একবার ॥

সংসার সুখেতে ভরা
ছিল তোর মনোহরা
বল কিবা অভিমানে
ফিরে নাহি চাও ॥

ও অধরে ফুল্ল হাসি
আর উঠিবেনা ভাসি
অস্তমিত পূর্ণ-শশী
উদিবেনা আর।

কমনীয় সে মুরতী
পতিব্রতা সাধ্বী সতী
সরলতা মূর্ত্তিমতী
শোভার ভাণ্ডার।

চির অমাবস্যা আসি
জীবন ফেলিল গ্রাসি
যে দিকে ফিরাই আঁখি
হেরি অন্ধকার ॥

'জীমের' বৌটি এলে
করিবে তাহারে কোলে
দিবে মা হাতের বালা
ভারে যে তোমার।

এ ঘর ও ঘর করে
বৌটি বেড়াবে যেরে
ছিল চির এই সাধ
মিটিল না আর॥

কোন (ও) সাধ মিটিল না
কোন (ও) আশা পূরিল না
দগ্ধ এ ভাগ্যেতে মোর
কি বলিব আর।

যতদিন রব ভবে
এই সব গাঁথা রবে
চিরদিন রবে বুকে
এই হাহাকার॥

তোমাদের হারাইয়ে
রব জীবন্মৃত-হয়ে
একদিন দেখা সেথা
হবেরে আবার।

সে আশ্বাসে রহি ভবে
'দেখা হবে' 'দেখা হবে'
জীবনের পরপারে
পাব পুনর্ব্বার॥

সন ১৩৩১, ৬ই আষাঢ়।

কিরণবালার শেষ-বিদায়।

ঘর আলো করা মেয়ে 'কিরণ' আমার।
এই যে রয়েছে শুয়ে
কি নিশ্চিন্ত ঘুমাইয়ে
অই যে আধেক চাওয়া নয়ন তাহার।

মাখান মমতা স্নেহ
এই যে সোনার দেহ
কমনীয় কি মূরতি শোভার ভাণ্ডার

এধরায় আর কি মা জাগিবেনা আর।
ও অধরে ফুল্ল হাসি
আর উঠিবেনা ভাসি
কহিবেনা কথা কভু আর একবার।
আর কি ও আঁখি দুটি
বারেক উঠিবে ফুটি
চাহিবেনা কার (ও) পানে আর একবার।

সত্য তবে এইবার হারানু তোমায়।
সুদীর্ঘ বরষ দুটি
আশা নিরাশায় কাটি
করে দিলে সব শেষ 'হায়' 'হায়' 'হায়' ॥
কত আশা লয়ে সুখে
ছিনু মা চাহিয়া মুখে
ভাল দিন দেখে মাগো আনিব তোমায় ॥

হায় মা পাষাণ প্রাণে কি বলিব আর।
দেখিলাম কাছে বসি
অস্তমিত পূর্ণ-শশী
হয়ে গেল বিসর্জ্জন প্রতিমা সোনার।
নাহি হতে আবাহন
হয়ে গেল বিসর্জ্জন
সপ্তমীতে হল কি মা বিজয়া এবার॥

বাঁচিবার কত সাধ ছিলমা তোমার।
স্বামি-প্রেমে পূর্ণ বুক
পরিপূর্ণ ছিল সুখ
আনন্দ আলয় ছিল তোমার সংসার।
অভাব-বেদনা-লেশ
ছিলনা ত কোন (ও) ক্লেশ
কোন দুঃখে চলে গেলে বল একবার।

এখানে সেখানে তোর আদর ধরায়।
সীমন্তে সিন্দূর লয়ে
চলে গেছ সুখী হয়ে
রাজরাণী বেশে মাগো লয়েছ বিদায়।
তোমার বিহনে ধরা
কত হাহাকারে ভরা
করে দিলে হৃদি চূর্ণ ঘোর নিরাশায়।

পারি না পারিনা প্রাণ বাঁধিতে রে আর।
তোর রাজরাণী রূপ
ব্যাধি-ক্লিষ্ট সেই মুখ
করিছে আজিকে সব হৃদি তোলপাড়।
ভুলিতে পারি না যে রে
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে
তুমি কি মা ভুলে আছ বল একবার।

বল একবার ওরে সুখী তুই আজ।
ব্যাধি দুঃখ ক্লেশ ভার
কিছু নাহি তোর আর
ফুরাল তোমার মাগো এধরার কাজ।
তাই হোক্ থাক সুখে
মাগো ওই পুণ্য-লোকে
ধর জনীনর শেষ আশীর্ব্বাদ-হার।

১০ই আষাঢ়

জ্যেষ্ঠ-জামাতা ললিতমোহনের স্মৃতি-চিহ্ন।

আপনার ...তুমি
ছিলে ভবে পরমত।
তবু ও বিয়োগে তব
হৃদয়ে বেদনা কত॥

দোষ গুণ স্মরি তব
ঝরে আজ দুনয়ন।
কত ... ...
সহিয়াছ অনুক্ষণ।

সব পাপ তাপ ত্যজি
হইয়া পবিত্র-কায়॥
বিরাজিছ মনঃ-সুখে
আজি তুমি অমরায়॥

পবিত্র অন্তরে আজ
পত্নীকন্যা লয়ে সুখে।
থাক চির ... ...
আরাধ্য হইয়া সুখে

ভুলি সব দোষ গুণ
সরল অন্তরে আজ।
অক্ষয় স্বর্গেতে থাক
করি এই আশীর্ব্বাদ॥

একদিন মা বলিয়ে
সম্মুখে দাঁড়ালে আসি।
কমনীয় সে মুরতি
অধরে মধুর হাসি!

সন্তান সমান ভাবি
আনন্দে অন্তর মন।
হইল পূর্ণিত স্নেহে
কি সুধা অমৃত-সম॥

তারপর কর্ম্মফলে
দারুণ ... তব।
হয়ে গেল ... ...
... মুরতি নব॥

সেই ... ...
সহিয়া জীবন ভরে।
চলে গেছ আজ তুমি
জীবনের পরপারে॥

শত ... মনে পড়ে
সেই মাতৃ-সম্বোধন।
লহ জননীর এই
শেষ অশ্রু-নিদর্শন॥

যে স্নেহ-মমতা-রাশি
পারিনি দিতে এ ভবে।
পরপারে সে মমতা
আজ তুমি লভ তবে॥

মাতৃ-হৃদয়ের এই
লহ 'বৎস' উপহার।
আশীর্ব্বাদ-মালা-খানি
লহ স্মৃতি-চিহ্ন আর॥

দ্বিতীয়া দৌহিত্রী বীণার স্মৃতি-চিহ্ন।

'হেমলতা' তোর কোলে তোর 'বীণা' যায়।
এত স্নেহ ভাল বাসা
এত হৃদয়ের আশা
কিছু কি বাঁধিতে ওরে পারিল না তায়।

ঠাকুমার দিদিমার আদরের ধন।
কত মায়া স্নেহ ঢালি
ফুটায়ে কোমল কলি
মোহিনী যুবতী-রূপে গড়িল এমন॥

অকালে তাহারে কিরে দিতে বিসর্জ্জন।
অসুস্থ শরীর লয়ে
ছিল বৈদ্যনাথে গিয়ে
লাগিল যে পিতৃশোক বজ্রের মতন।

আঘাতে কোমল প্রাণ হল বিদারণ।
চাহিল না কার (ও) পানে
ভাই বোন দুইজনে
চাহিলে না পতি কন্যা আত্মীয় স্বজন॥

সবারে কাঁদায়ে আজ চলে গেছ সতি।
সুখে মাতৃ পিতৃ-কোলে
স্বরগে নন্দন-মূলে
শিশু কন্যা কাঁদে তোর কাঁদে প্রিয় পতি॥

স্মরিয়া সকল কথা বুক ফেটে যায়।
(তোর) মায়েরে হারায়ে দুঃখে
চাহিয়া তোদের মুখে
হয়ে-ছিনু শান্ত আজ বিদরে হৃদয়॥

একে একে দুটি তার চলে গেল হায়
স্মৃতি-চিহ্ন দিয়া তার
কন্যা এক উপহার
ধরা হতে চিরতরে লইল বিদায়॥

নিয়তি কঠোর বড় কি বলিব আর।
সবারে হারায়ে দুঃখে
আছে প্রাণ কোন্ সুখে
বহিতে কেবল এই শোক-দুঃখ-ভার॥

কত যে সহালে দেব, কি বলিব আর।
বুক ফেটে অশ্রু ঝরে
তাই গেঁথে মালা করে
দিলাম বীণার গলে আশীর্ব্বাদ-হার॥

ভগ্নীপতি হেমবাবুর স্মৃতি-চিহ্ন।

অসময়ে কেন 'হেন' ঘুমে নিমগন।
চাও ও নয়ন তুলে
কথা কও মুখ খুলে
এত ডাকি সবে মিলি তথাপি এমন॥
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে
রয়েছ গো ঘুমাইয়ে
ঘুমাবার এই কি গো সময় এখন?

দোসরা মাঘের নিশি
কুক্ষণে ধরায় আসি
হরিল তোমারে কি গো জন্মের মতন।
ও নিদ্রা কি ভাঙ্গিবেনা
আর তুমি জাগিবেনা
আর কি একটি কথা কবে না এখন ॥

পতিব্রতা পত্নী ফেলে
কেমনে নিশ্চিন্ত হলে
কার কাছে দিয়ে গেলে তাহারে এখন।
তাহার চোখের জলে
পাষাণের (ও) প্রাণ গলে
গলিল না আজ শুধু তোমার ও মন ॥

এই পরিজন সব
তুলিতেছে শোক রব
হারায়ে তোমারে আজ জন্মের মতন!
আমার ভগিনী বিনা
নিদ্রাহার হইতনা
এত উদাসীন আজ কিসের কারণ ॥

সে যে পুত্রকন্যাহীনা
অসহায়া অতি দীনা
কেমনে সে কথা তুমি ভুলিলে এখন।
তাই বুঝি মা'কে ডেকে
স'পে দিয়ে গেলে তাঁকে
করেছিলে কত হায় কাতর রোদন॥

বড় রোগ ভোগ সয়ে
ছিলে জীবন্মৃত হয়ে
নব কলেবর তুমি, পেয়েছ এখন।
জ্যোতির্ম্ময় দেহে তুমি
উজলি' সে জন্মভূমি
মরতের কথা তব হয় কি স্মরণ॥

একদিন স্নেহাদরে
হৃদে লয়েছিলে যারে
তোমার প্রেয়সী নারী কি দশা এখন।
আত্মপরিজনগণে
পড়ে কি গো কভু মনে
এই ছোট বোনটির আদর যতন॥

পড়ে কিনা পড়ে মনে
বুঝিব কি এ জনমে
একদিন সেই লোকে হইবে মিলন।
সেদিন স্মরিয়া মনে
কেটে যাবে দিন গুণে
ভক্তিমালাখানি আজি করহ গ্রহণ ॥

সর্ব্বস্বহারার হাহাকার।

বিনা মেঘে অকস্মাৎ
করে শিরে বজ্রাঘাত
চলে গেলে ধরা হতে কি সুখ আশায়।
দাসী পড়ে পদতলে
পুত্র কন্যা বাবা বলে
কাঁদিতেছে কই তুমি, 'কোথায়' 'কোথায়' ॥

জ্বরতপ্ত দেহ লয়ে
আছিনু ও ঘরে শুয়ে
আসিয়া অসুস্থ হায় দেখিনু তোমায়।

ছেলেরা বৌয়েরা ঘিরে
রহিয়াছে চারিধারে
রয়েছ বসিয়া রাজরাজ্যেশ্বর প্রায় ॥

এই যে ঔষধ খেলে
শ্লেষ্মা গুল উঠে গেলে
কমে যাবে বলে তুমি দিলে যে আশয় ।
দশ মিনিটেতে শেষ
হয়ে গেল সব শেষ
রাণীর কোলেতে শুয়ে বালকের প্রায় ॥

হেথাকার সব ভুলে
কি নিশ্চিন্তে ঘুমাইলে
পলক ফেলিতে তর সহিলনা হায় ।
হাহাকার অশ্রুজলে
কঠিন পাষাণ গলে
গলিলনা আজ শুধু তোমার হৃদয় ॥

কি দোষে কি রোষে হেন
নিঠুর হয়েছ কেন
তুমিত কোমল অতি নিঠুর ত নও ।

কওগো একটি কথা
ঘুচাও মনের ব্যথা
ও কমল আঁখি তুলে একবার চাও ॥

দাসীর মিনতি রাখ
একবার চেয়ে দেখ
একটি আশ্বাসবাণী বারেক শুনাও।
কি হল যে না জানিতে
চলে গেলে আচম্বিতে
এই কি তোমার ওগো যাবার সময় ॥

বুক ফেটে যায় যেরে
পারি না পারি না ওরে
তোমাহারা হয়ে রব কেমনে ধরায়।
তুমি যে অমূল্য নিধি
দগ্ধ ভাগ্যে কেন বিধি
দিয়ে কেড়ে নিলে কেন হইয়ে নির্দ্দয় ॥

যদি করে' থাকি দোষ
ক্ষমা কর ভুলে রোষ
চিরসাথী আমি যে গো হাত ধরে নাও।

যেওনা যেওনা ফেলে
চাও ওগো! মুখ তুলে
জানিনা কিছু যে আমি, চাও ফিরে চাও ॥

জানিনা এমন করে
ফেলিয়া পলাবে মোরে
আমি আগে যাব চির ছিল এ আশয় ॥
হায় হায় ভগবান্
কঠিন পাষাণ প্রাণ
কাছে বসি শেষদৃশ্য দেখিলাম হায় ॥

তবুত গেলনা দেহ
তোমার জীবন সহ
শত বজ্রাঘাতে বুক ভেঙ্গে গেল হায় ।
কি আগুন জ্বেলে দিলে
হায় এই শোকানলে
পুড়িবে হৃদয় চির জ্বলন্ত শিখায় ॥

তোমারে গো হারাইয়ে
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে
কেমনে আবার বল বাঁধিব হৃদয় ॥

শত-সুখ-শান্তি-ভরা
ছিলত তোমার ধরা
কোন দুঃখে চলে গেলে হইয়ে নিদয় ॥

ছেলেরা পাগল পারা
বৌয়েরা যে আত্মহারা
মেয়েরা তোমার ওই কাঁদিয়া লুটায়।
"ভেবু" "দুলু" "ভুলু" সব
তুলিতেছে হাহারব
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলিলে সবায় ॥

বড় স্নেহশীল ছিলে
কি পেয়ে গো ভুলে গেলে
দেখিয়া এ দৃশ্য হায় প্রাণ ফেটে যায়।
পূর্ণিমাতে অন্ধকার
হয়ে গেল চারিধার
জ্বলিবেনা আর আলো এ জীবনে হায় ॥

নিরাশার অন্ধকারে
বুক ভরা হাহাকারে
জীবনের দিন এবে কাটিবে আমার।

তুমি যে সর্ব্বস্ব-সার
তোমারে হারায়ে আর
কেমনে বাঁধিব প্রাণ বল একবার ॥

তোমার এ শূন্য ঘরে
শূন্য হায় এ মন্দিরে
কেমনে রহিব বেঁচে কিসের আশায়।
তুমি মহামানী ছিলে
কি সম্মানে চলে গেলে
প্রতাপে ছিলে এ ভবে রাজ্যেশ্বর প্রায় ॥

চালাতে বলাতে তুমি
তাই চলিতাম আমি
কত যে অক্ষম আমি কে বুঝে ধরায়।
মধ্যপথে অবহেলে
দাসীরে ফেলিয়া গেলে
চিরসাথী আজ কেন ভুলে গেলে হায় ॥

শু'য়ে তব পদতলে
পুত্র কন্যা লয়ে কোলে
ধরা হতে লব চির অন্তিম বিদায়।

এই সাধ ছিল মনে
পূরিলনা এ জনমে
দগ্ধ এ ভাগ্যেতে মোর কি বলিব হায় ॥

তুমি মহা মহীয়ান্
তুমি যে গো কীর্ত্তিমান্
যশস্বী তুমি যে অতি কোমলতাময়।
এসেছিলে সুখে ভেসে
চলে গেলে হেসে হেসে
মৃত্যুযন্ত্রণাও তুমি নিলে না ধরায় ॥

পুণ্যাহ এ মাঘ মাসে
সপ্তদশ দিবসেতে
বাণীবিসর্জ্জন মহা উৎসবের মাঝ।
ইচ্ছামৃত্যুসম সুখে
চলে গেলে দেবলোকে
ফুরাল তোমার সব এ ধরার কাজ ॥

সেথা পিতামাতাকোলে
শান্তিতে চলিয়া গেলে
পড়িল মোদের শিরে আজ শত বাজ ॥

সেথা পুত্রকন্যাকোলে
হারানিধি সব পেলে
বল একবার শুধু তৃপ্ত তুমি আজ ॥

সয়ে এ বিরহ ব্যথা
স্মরিয়া তোমার কথা
জীবনের দীর্ঘ দিন কাটায়ে আবার।
দাঁড়াব চরণতলে
তুলে নিও দাসী বলে
সে আশ্বাসে বাঁধি বুক পাব পুনর্ব্বার

একটুকু সেবা নিতে
একটু ঔষধ দিতে
দিলেনা কারেও তুমি একটু সময়।
রহিল এ ব্যথা মনে
ঘুচিবেনা এ জনমে
শীতল ষষ্ঠীর নিশি হারাণু তোমায় ॥

সন ১৩৩১, ৬ই জ্যৈষ্ঠ।

প্রয়াণে।

বাণীবিসর্জ্জন আজ ধরেনি উৎসবে ভরা।
শীতল ষষ্ঠীর নিশি জোছনাপূর্ণিত ধরা॥
এহেন পুণ্যাহ দিনে বিনা মেঘে অকস্মাৎ।
করিলে কি মহাযাত্রা ফেলে শিরে শত বাজ॥

দারুণ শোকের ভরে অবশ মূর্চ্ছিত প্রায়।
ঘেরিয়া দেহটি তব পড়ে হায় বিছানায়॥
দেখিনু বিস্ময়ে স্তব্ধ দেখিলাম আঁখি মেলে।
শ্বেতাশ্ব যোজিত রথ দাঁড়াইল পদমূলে॥

চলে গেলে হাসিমুখে এই জীর্ণদেহ ফেলে।
চাহিলে না ধরাপানে আত্মীয় স্বজন বলে॥
অপ্সরা কিন্নরী আসি শুভ আবাহন করে।
পরাল অম্লান শ্বেত বসন ভূষণ ধীরে॥

ললাটে চন্দন দিল গলে দিল ফুলহার।
শ্বেত বাস উত্তরীয় পরাল তোমায় আর॥
ফুলের টোপর শিরে শ্বেত বাধা দিল পায়।
জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি ধরি শোভিলে কি সুষমায়॥

মেঘস্তর করি ভেদ চলে রথ ধীরে ধীরে :
আসিয়া দাঁড়াল রথ নন্দন কানন পরে ॥
পিতা মাতা আসি তব নিলেন আদরে তুলে।
আশীর্ব্বাদ দিয়া সুখে করিল তোমাকে কোলে ॥

প্রণাম করিয়া সুখে তুমি তাঁহাদের পায়।
ক্ষণেক আলাপ করি তাঁরা যান নিজালয় ॥
প্রথমা সহধর্ম্মিনী আসিল আনন্দ ভরে।
প্রণাম করিল পদে, হৃদয়ে লইলে তারে ॥

অতৃপ্ত হৃদয় দুটি বহু প্রতীক্ষার পরে।
অনন্ত মিলনে আজ মিলে গেলে একেবারে ॥
"হেমলতা" 'সু' "হিরণ" 'কিরণ' আসিয়া ধীরে।
প্রণাম করিয়া সবে পদধূলি লয় শিরে ॥

আসিল 'সমীরচাঁদ' সেই মিষ্ট হাসি হেসে।
প্রণাম করিয়া ধীরে বসিল কাঁছেতে ঘেঁষে ॥
"অভয়" 'অর্জ্জুন' দু'টি দাদামনি বলে আসি।
প্রণমিয়া কোলে বসে হাসিল মধুর হাসি ॥

"পরিরাণী" এলহাসি নাচায়ে অলক তার।
বসিল পার্শ্বেতে তব কি মুরতি সুষমার ॥

আমার জনক আসি, আশীর্ব্বাদ দিল আর।
কি সুখে ভাসিল প্রাণ সেথাকার সবাকার॥

চেনাও অচেনা সেথা কত যে আসিল হাসি।
কত পরিচয় যেন কত ভালবাসা বাসি।
হইলে আনন্দমগ্ন হেথাকার সব ভুলে।
কাটিল মোহের ঘোর চাহিলাম মুখ তুলে॥

দেখিলাম হায় হায় হায়, সব অন্ধকার।
চলে গেছ ধরা হতে কভু আসিবেনা আর॥
কি করে দিইব ছাড়ি কি করে ধরিব প্রাণ।
হৃদয় ভরিয়া শুধু উঠিতেছে শোকতান॥

যা দেখিনু এই যদি সত্য হয় ভগবান্।
অনেক সয়েছি আমি সহিবে আমার প্রাণ॥
বল শুধু একবার বলগো দেবতা স্বামী।
সুখ-শান্তি-আশাপূর্ণ তৃপ্তি কি হয়েছ তুমি॥

দীনা আমি দীনভাবে বহিব জীবন-ভার।
করিয়া নিয়তি পূর্ণ জীবনের পরপার॥
যাব যবে; একবার চেও শুধু আঁখি তুলে।
মনে করো একবার চির সহধর্ম্মিণী বলে॥

২১শে জ্যৈষ্ঠ।

দুঃখ-নিবেদন।

নিথর নিস্পন্দ হয়ে কেন গো রয়েছ শুয়ে
উঠ, উঠ, হাসিমুখে ধরি তব পায়।
সেই পরিহাস বাণী সেই হাসি মুখখানি
সারল্যমণ্ডিত দেহ শালপ্রাংশু প্রায়॥

কেমনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সব মায়া কাটাইয়ে
কোন দুঃখে চলে গেলে কিসের আশায়।
পুত্র শোকে কন্যাশোকে কি জ্বালা জ্বলিছে বুকে
তুমিও চলিলে ফেলে হইয়ে নিদয়॥

তোমার আদরে স্বামী রাজরাণী ছিনু আমি
তোমারে হারায়ে আজ কাঙ্গালিনী প্রায়।
অশুভ অশান্তি রাশি জীবন ফেলেছে গ্রাসি
বঙ্গের বিধবা আমি আজি এ ধরায়॥

দয়া করে পরমেশ কর শীঘ্র আয়ুঃশেষ
আবার মিলিবে দাসী তব পদ ছায়।
যা হবার তাই হোক্ এ বুকেতে সব শোক
জীবনের পরপারে পাইব তোমায়

সুকৃতি তোমার লয়ে গেছ রাজ্যেশ্বর হ'য়ে
হবে কি আমার ভাগ্য তোমার মতন।
নিয়তি পূরণ হলে দাঁড়াব চরণতলে
সদয় হইয়া করো দাসীরে গ্রহণ ॥

কৃতার্থ করিয়া দিও সেবা নিও পূজা নিও
সার্থক হইবে মম তবে এ জীবন।
অশ্রুজলে গাঁথা হার ওগো রাজরাজ্যেশ্বর
দীনার এ মালাখানি করহ গ্রহণ ॥

সন ১৩৩৩, ৯ই জ্যৈষ্ঠ।

তোমাতে আমাতে।

তোমাতে আমাতে আজ কত দূরদূরান্তরে।
তুমি আছ স্বর্গে দেব আমি এ মরতপুরে ॥
তুমি সেথা মনঃসুখে আরামে কাটাও কাল।
এখানে আমার নেত্রে শুকায়না অশ্রুজল ॥
তুমি সেথা আনন্দেতে ভুলে সব ব্যথাদুঃখ।
এখানে আমার ওগো শত বাজে ভাঙ্গাবুক ॥

দেবগণ মধ্যে বসি হাসিছ মধুর হাসি।
আমি হেথা যাতনায় কত অশ্রুজলে ভাসি॥
তুমি জীর্ণ দেহ ত্যজি সেথা জ্যোতির্ম্ময় দেহে।
আমি হেথা ব্যাধিক্লিষ্ট ভগ্ন এ শরীর লয়ে॥
তুমি সেথা পুণ্যালোকে ভুঞ্জহ অতুল সুখ।
তোমাহারা হয়ে ওগো শুধু দুঃখ শুধু দুঃখ॥

তুমি চলে গেলে ওগো লয়ে সব আশা সুখ।
আমরা কেমনে ওগো আবার বাঁধিব বুক॥
তুমি আমাদের ভুলে নিশ্চিন্ত রয়েছ সেথা।
এখানে যে আমাদের ফুরায়না তব কথা॥
কতদিন বল ওগো থাকিব ধরায় আর।
কতদিনে কতদিনে পাব ওগো পুনর্ব্বার॥

তুমি কত দূরে নাথ তবুও ত বেঁধে প্রাণ।
আবার উঠিয়া করি গৃহকর্ম্ম সমাধান॥
পুত্র-কন্যাশোকে হায় ব্যথা পেয়ে চলে গেলে।
জুড়াতে ব্যথিত প্রাণ দয়াময় স্নেহকোলে॥
অধিনী তোমার নাথ, বহে সদা অশ্রুধার।
আজি দেব লহ এই ভক্তিপূর্ণ নমস্কার॥

২৯শে শ্রাবণ।

পুত্র-প্রতিম "বলাই"এর স্মৃতি-চিহ্ন।

বলাই (ও) গিয়াছে চলে
সকলেরে দিয়া ফাঁকি।
অসময়ে হায় হায়
অসমাপ্ত খেলা রাখি ॥

মায়ে পোয়ে ফুরাতনা
অফুরন্ত কত কথা।
আজিকে মায়েরে ফেলে
চলে গেছ 'যাদু' কোথা ॥

জাগায়ে মায়ের প্রাণে
নিদারুণ হাহাকার।
চলে গেছে ধরা হতে
হায় ফিরিবেনা আর ॥

কমনীয় সে মুরতি
সুগঠিত অবয়ব।
মনে পড়ে দিবানিশি
সেই হাসি কথা সব ॥

মনে পড়ে কত কথা
শিশু সম ছুটে এসে।
'মা' বলে জড়ায়ে ধরে
সরল হাসিটি হেসে ॥

অসহায়া পত্নী তোর
বালক 'রবিকে' ফেলে।
জানিনা কি আশে হায়
ধরা হতে চলে গেলে ॥

কোলে মাথা রেখে শুয়ে
চেয়ে চেয়ে মুখপানে।
কত দিন কত সন্ধ্যা
কত কথা আলাপনে ॥

তোর হাস্য-মুখরিত
ছিল সব ঘর দ্বার।
হারায়ে তোমারে আজ
নিরানন্দ সে আগার ॥

চারি বছরের শিশু
যে দিন প্রথম এসে।
'মা' বলে ডাকিলি ওরে
মোহন মধুর হেসে॥

মাতৃস্নেহ পূর্ণ হৃদি
তুলিয়া লইনু বুকে।
কত আদরেতে তোর
চুমু দিয়া চাঁদ মুখে॥

পরের মায়ের বুকে
পরপুত্র তুই ওরে
কত খানি জুড়ে ছিলি
জানিবে জগতে কিরে॥

কিরণ ও তুই যেন
একবৃন্তে ফুল দুটি।
ভাই বোন রূপে হায়
এ ধরায় ছিলি ফুটি॥

নির্ম্মল কালের স্রোতে
ঝরে প'ল দু'জনায়।
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে
তীব্র শোক বেদনায়॥

বিধির বিধান হায়
তবু ও সহিতে হবে॥
ধরায় এ জননীর
স্নেহাশীষ লও তবে॥

অশ্রুজল 'মা আমার'—জননী দেবী।

বুকে পিটে পেয়ে ব্যথা
তাই কি মা গেছ সেথা
যেথা গেলে কোন (ও) জ্বালা
থাকেনা মা আর।

দুই জামাতার শোকে
কি জ্বালা মা তব বুকে
কে বুঝিবে স্নেহময়ী
জননী তোমার॥

তুমিত মা চলে গেলে
কেমনে নিশ্চিন্ত হলে
সন্তান সন্ততিগণে
ভুলিলে মা হায়।

তব পুত্র কন্যা সব
তুলিতেছে শোক রব
পৌত্র পৌত্রী কাঁদে আজ
বিদারি হৃদয়॥

তারা যে মা তোমা বিনা
আর কিছু জানেনা মা
করে গেলে তাদের মা
কত অসহায়॥

তাদের সান্ত্বনা দিতে
একবার কোলে নিতে
হাসিয়া মধুর হাসি
'কও কথা কও।'

সন্তানের শোক দুঃখে
আশ্রয় মা তোর বুকে
আজ জ্বালা জুড়াবে মা
কার বুকে হায়।

আর কি মা আসিবেনা
আর ভাল বাসিবেনা
চলে গেলে একেবারে
হইয়ে নিদয়॥

ছিনু মাগো রাজরাণী
আজ মাগো কাঙ্গালিনী
হারানু মা কোন্ পাপে
আবার তোমায়॥

মনে পড়ে কত কথা
বাড়ে তত দুঃখ ব্যথা
কত কষ্ট এ জীবনে
পেয়েছ ধরায়।

কে মাগো সে স্নেহ ঢেলে
লবে মাগো কোলে তুলে
এ জনমে আর মাগো
পাবনা তোমায়।

অকৃতি সন্তান দলে
কত স্নেহাদর ঢেলে
রেখেছিলে চিরদিন
অঞ্চল ছায়ায়॥

করুণাময়ীর বেশে
এসেছিলে মর দেশে
মূর্ত্তিময়ী দয়া-সম
তব ও হৃদয়।

তোমার স্নেহের কোলে
চিরকাল ছিনু ভুলে
যেন চির-প্রাপ্য সেটা
পেয়েছি ধরায়॥

সবারে আপন করে
রেখেছিলে ধরাপরে
আজ মা তাদের ভুলে
চলিলে কোথায়॥

কত কথা মনে পড়ে
অশ্রুঝরে শত ধারে
বুক ফেটে যায় মাগো
স্মরিয়া তোমায়!

বড় খেদ জাগে মনে
হায় মাগো এ জনমে
তব তরে কিছু মাগো
করিনি যে হায়।

অধমা এ তনয়ার
লও শেষ উপহার
ভক্তি অর্ঘ চিরতরে
দিনু দুটি পায়॥

১৩৩২, ১১ই অগ্রহায়ণ।

স্নেহের ছোট ভাই গুরুপ্রসন্ন-বিয়োগে।

কি কুক্ষণে কালব্যাধি হোল তব হায়।
হারাইনু কোন পাপে আমার তোমায় ॥
শালপ্রাংশু জিনি দেহ
মাখান মমতা স্নেহ
কমনীয় সে মু'খানি শোভার আলয়।
হারায়ে তোমারে আজি বিদরে হৃদয় ॥
কি শোকে জ্বলিছে প্রাণ বলিব কাহায়।
পারিনা পারিনা ওরে বুক ফেটে যায় ॥
কেমনে দিয়াছি ছেড়ে
রয়েছি পরাণ ধরে
হারায়ে তোমারে ওরে হায় এ ধরায়।
সহিতে পারিনা 'গুরু' আয় ফিরে আয় ॥
বাঁচিবার কত সাধ ছিলরে তোমার।
কল্পনায় কত সুখে গড়িতে সংসার ॥
পত্নী পুত্র লয়ে সুখে
দিবানিশি মুখে মুখে
সরস আলাপে দিন কাটিত তোমার।
সুধামাখা কথাগুলি শুনিব না আর

জীবনের সব খেলা বাকী এ ধরায়।
এই কি তোমার 'গুরু' যাবার সময় ॥
তোর পত্নী তোর ছেলে
কার কাছে দিয়ে গেলে
এসব ফেলিয়া স্বর্গ চাহিনারে হায়,
বলেছিলে, আজ ভাই চলিলে কোথায় ॥

মমতায় ভরা প্রাণ ছিল যে তোমার।
আজ কি কাহারও কথা মনে নাই আর ॥
মাতৃসমা ভগ্নী বলে
গৌরব করিতে যেরে
সবারে সমান স্নেহ ঢালিতে অপার।
কেমনে নিশ্চিন্ত ভাই হয়েছ এবার ॥

আরত পাবনা ভাই তোরে এ ধরায়
বুক-ফাটা অশ্রুজলে স্মরিয়া তোমায় ॥
কত কথা মনে পড়ে
অশ্রুঝরে শত ধারে
বাঁধিতে পারিনা আর বুক ফেটে যায়।
চির জনমের তরে হারানু তোমায় ॥

একে একে প্রাণ ধরে হারায়ে সবায়।
রয়েছি বাঁচিয়া হায় কিসের আশায়॥
অহর্নিশি অশ্রু ঝরে
তাই গেঁথে থরে থরে
দিনু এই মালাখানি তোমার গলায়।
শেষ আশীর্ব্বাদ ভাই দিলাম তোমায়॥

সন ১৩৩৩, ৮ই মাঘ।

মধ্যম জামাতা নরেনের স্মৃতি-চিহ্ন।

পুত্রসম প্রিয় তুমি ছিলে এধরায়।
বেঁধেছিলে সবে তুমি স্নেহ মমতায়॥
তুমি যে পরের ছেলে
ভাবিনি ত কোন কালে
স্মরিয়া তোমার স্নেহ ব্যাকুল হৃদয়।
পুত্র-সম প্রিয় তুমি ছিলে এধরায়॥

'মণি'কে দিইয়া তোমা পেয়েছিনু হায়।
কত সুখী হয়েছিল পেয়ে সে তোমায়॥
আদর্শ দম্পতী মত
সুখী ছিলে অবিরত
ভাই বোন সকলের প্রিয় অতিশয়।
কত গুণে ভরা তব ছিল তব ও হৃদয়॥

কি কুক্ষণে কাল রোগ হইল উদয়।
একেবারে বিসর্জ্জন দিলাম তোমায়॥
কত যে গো 'মা' 'মা' বলে
বেঁধেছিলে স্নেহডোরে
ছিঁড়িয়া সে ডোর হায় পলালে কোথায়।
এমন দিয়ে কি ব্যথা ছেড়ে যেতে হয়॥

বড় মাতৃভক্ত ছেলে কত বাধ্য হায়।
মার কথা শিরোধার্য্য করিতে ধরায়॥
ছোট শিশু সম সুখে
'মা' 'মা' বলে ডেকে মুখে
ফিরিতে রে পিছে পিছে আনন্দ হৃদয়।
সে স্নেহ মমতা ভুলে চলিলে কোথায়॥

শেষশয্যাতেও আহা হেরিয়া আমায় ।
বলেছিলে কাছে মাগো বস না হেথায় ॥
হায় হায় কাছে বসে
এই কি দেখিনু শেষে
চলে গেলে চাহিলেনা কার (ও) পানে হায় ।
এই কি তোমার 'বাবা' যাবার সময় ॥

যাবার ছিলনা ইচ্ছা নিয়তি তোমায় ।
নিয়ে গেছে জোর করে বড় অসময় ॥
কত সাধ করে আহা
বাড়ী করেছিলে আহা
ভোগত হলনা তব সাধের আলয় ।
ইন্দ্রপুরী-তুল্য তব এই হর্ম্ম্যহায় ॥

তোমা বিনা আজ 'বাবা' সব শূন্যময় ।
হল এই পুরী যেগো শোকের আলয় ॥
আমার 'মণিকে' ছেড়ে
কখন থাকনি যেরে
আজ কেন তার পানে ফিরে নাহি চাও ।
তুমি যে কোমল অতি নিঠুর ত নও ॥

সে যে তোমা বিনা কিছু জানেনা ধরায় ।
এতদিন ছিল তব স্নেহের ছায়ায় ॥
লুটাইয়ে পদতলে
আকুল শোকের জলে
তুলিছে হৃদয়-ভেদী শোক হাহাকার ।
কি দশা হোল গো তার দেখ একবার ॥

চির আদরিণা কন্যা তব আশা হায় ॥
কাঁদিয়া তোমার ওই চরণে লুটায় ॥
কেমনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে
রয়েছ গো ঘুমাইয়ে
এই কি তোমার 'বাবা' যাবার সময় ।
তোমার বীরেন' হল পিতৃহীন হায় ॥

কি দেখিতে বেঁচে আমি রহিনু ধরায় ।
পারিনা পারিনা ওরে প্রাণ ফেটে যায় ॥
অনাহারে অনিদ্রায়
কত কষ্ট পেয়ে হায়
ছাড়িয়া গিয়াছ তুমি বিদরে হৃদয় ।
হে বিধাতঃ এ পরাণে বল কত সয় ॥

(মণি) কালি মাগো রাজরাণী দেখেছি তোমায়।
কি বেশে দেখিনু আজি বুক ফেটে যায়॥
এই কাঙ্গালিনী বেশ
দেখিলাম অবশেষ
তবু ফাটিল না কিরে নির্ম্মম হৃদয়।
এ দুঃখ বাজিছে বুকে বজ্রাঘাত-প্রায়॥

হয়ে গেল গৃহ তব চির অন্ধকার।
অনাথা 'মণির' ভরা চির হাহাকার॥
তোমার 'বীরেন' আশা,
হোল আজ কি নিরাশা
কি ব্যথা তাদের প্রাণে জ্বলে অনিবার।
সে স্নেহ আদর-রাশি স্মরিয়া তোমার॥

আর ত পাবনা কভু হেরিতে তোমায়।
'মা' 'মা' বলে আর তুমি ডাকিবে না হায়॥
গাঁথা সব মনে প্রাণে
সেই 'মা' 'মা' শুনি কাণে
স্নেহ মাখা সেই মূর্ত্তি সেই দৃশ্য হায়।
বসিয়া বসিয়া শুধু ভাবি নিরালায়॥

আর ত পাবনা বৎস তোমায় ধরায়।
উদ্দেশে আশীষ আজ করিনু তোমায়।
বড় গুণবান্ ছিলে
গেছ দেবলোকে চলে
হয়েছ কি সেথা সুখী বল একবার।
স্মৃতি-চিহ্ন লও বৎস স্নেহ-উপহার॥

১৩৩২, ৪ঠা বৈশাখ।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গার স্মৃতি-চিহ্ন।

ফাঁকি দিয়ে দুর্গাধন ঐ চলে যায়।
দিবনা দিবনা ছেড়ে নিওনা নিওনা কেড়ে
কেমনে বাঁচিয়া রব কিসের আশায়॥

দরিদ্রের মহারত্ন তোরা এ ধরায়!
পিতামাতা হারাইয়ে ছিনু যে তোদের লয়ে
কত আশা ভরসা যে বলিব কাহায়॥

যায় ওরে যায় বুঝি বুক ফেটে যায়।
পারিনা পারিনা ওরে একে একে সব ছেড়ে
কাঙ্গিলিনী সম ভবে রহিলাম হায়॥

কত সুখ মনে পড়ে বলিব কাহায়।
সোণার মুরতি খানি কমণীয় সেই তনু
লাবণ্য সুষমা ভরা কার্ত্তিকেয় প্রায়।

সেই মিষ্ট হাসি হেসে আয় একবার।
ডাকরে 'ছোড়দি' বলে স্নেহে লই কোলে তুলে
মিটে যাক্ চিরতরে এই হাহাকার॥

পাবনারে চিরতরে হারায়েছি হায়।
প্রাণের সন্তানগণে আর কি পড়েনা মনে
বড় ভাল বাসিতে যে তাদের ধরায়॥

হায় আজ পত্নী তোর কাদিয়া লুটায়।
শিশু পুত্র কন্যা আহা কি হোল জানেনা তাহা
জুড়াবে তারা যে ভাই কার স্নেহছায়॥

তাই বুঝি হাতে ধরে বলেছিলে হায়।
ও রহিল দেখো ওরে শেষ অশ্রু ঝরে পড়ে
বাকি যাহা; বলা আর হলনা ধরায়॥

কি কুক্ষণে কাল ব্যাধি ধরিল তোমায়।
এত যত্ন এত আশা এত স্নেহ ভালবাসা
রাখিতে কি পারিলনা তোমায় ধরায়।

চিরদিন ছিলে ভাই মাতৃ-স্নেহ-ছায়।
তাই কি না-হারা হয়ে চলে গেলে মার কোলে
ভাল লাগিলনা আর মা-হীন ধরায়॥

মা! তোমার 'দুর্গা' আজ তব কাছে যায়।
কোলের সন্তান বলে 'গুরুকে' নিয়েছ তুলে
দুর্গা'কেও নিলে মাগো হইয়ে নিদয়॥

আমরা কেমনে মাগো রহিব ধরায়।
"গুরু'হারা 'দুর্গা'হারা আমরা মা দুঃখ-ভরা
দেখেও রয়েছ আজ পাষাণীর প্রায়॥

চির আদরের 'দুর্গা' ছিলে এ ধরায়।
হৃদিফাটা অশ্রু দিয়ে মালাখানি গেঁথে নিয়ে
দিনু স্মৃতি-চিহ্ন ভাই তোমার গলায়॥

সন ১৩৩৪

স্নেহের মধ্যম ভ্রাতা কালীপ্রসন্নের শেষ স্মৃতি-চিহ্ন

কি করিলি হায় 'কালী' অতি অকরুণ মনে।
চলে গেলে ধরা হতে বল ওরে কি কারণে॥
বলেছিলে ডঙ্কা মেরে
চলে গেলে ধরা ছেড়ে
তাই কি গিয়াছ ভাই, বল কিবা অভিমানে,
কি করে বাঁধিব বুক হারাইয়ে তোমাধনে॥

কি ব্যথা তোমার হায় বেজেছিল ওই বুকে।
সংসার কি স্নেহ ভরে চাহেনি তোমার মুখে॥
আমরা যে স্নেহ ঢেলে
রেখেছিনু কোলে তুলে
তবে তুমি সব ভুলে চলে গেলে কোন দুঃখে।
পুত্র কন্যা পরিজন সব ভুলে হাসি-মুখে॥

কি করে দিয়াছি ছেড়ে বুক ফেটে যায়।
একে একে তিন ভাই'য়ে দিইয়া বিদায়॥
পড়ে তোর শূন্য ঘরে
ডাকি হাহাকার করে

'দুর্গা,' 'কালী,' 'গুরু' ওরে আয় ফিরে আয়।
প্রাণ ভরে একবার দেখেনি সবায় ॥

একবার ভাল মন্দ মনের মতন।
খেতে দিই আয় 'কালী' করিয়া যতন ॥
ডাকরে 'ছোড়্দি' বলে
স্নেহে নিই কোলে তুলে
জুড়াক এ শোক দগ্ধ ব্যথিত জীবন।
আয় ফিরে আয় ওরে দুঃখিনীর ধন ॥

যাবার সময় 'কালী' হয়নি তোমার।
কি করে গেলিরে চলে বল্ একবার।
'মেজদির' হাতে ধরে
সকাতরে বলেছিলে
হাত ধরে নিয়ে যাব চল এইবার।
কেন তবে তাঁকে সঙ্গে নিলেনা তোমার ॥

তোমারে হারায়ে তাঁর শূন্য সমুদয়।
কি করে বাঁধিবে পুনঃ অশান্তি-হৃদয় ॥
সে যে স্বামি-পুত্র-হীনা
জানেনা সে তোমা বিনা
তোর মুখ চেয়ে সে যে ছিল এ ধরায়।
'দিদি' নয় 'মা' যে তুমি বলেছিলে হায় ॥

তোর "রেণু" "সুকু" আজ পাগলের প্রায়।
"সন্তোষ" "নীনা" ও "বীণা"কাঁদিয়া লুটায়।
তারা আজ একাধারে
মাতাপিতৃহারালরে
জুড়াবে তারারে আজ কার স্নেহছায়।
কোথায় সান্ত্বনা পাবে তারা এ ধরায়॥

সন্ন্যাসীর মত ভাই যাপিয়া জীবন।
পেয়েছ নির্ব্বাণশান্তি তুমি কি এখন॥
একবার বল্ ওরে
চির সুখী হয়েছরে
মাতাপিতৃ-অঙ্কে সুখে কাটিছে জীবন।
'দুর্গা', 'গুরু', 'দিদি', সাথে হয়েছে মিলন॥

স্নেহময় পরিজন প্রেয়সী তোমার।
পেয়ে হইয়াছ তৃপ্ত, বল্ একবার॥
হেথাকার খেলা হলে
একদিন যাব চলে
মিলিব সবার সাথে, পাব পুনর্ব্বার।
সে আশ্বাসে ভাঙ্গাবুক বাঁধিনু আবার॥

আজ শুধু ছবিরূপে হেরিয়া তোমায়।
কি করিছে এ হৃদয় বলিব কাহায়॥
তোমার ও স্নেহ-মুখ
ভরে আছে এই বুক
শেষ আশীর্ব্বাদ-অশ্রু দিলাম তোমায়।
'অশ্রুধারা' শেষ যেন হয় এধরায়॥

নিবেদন।

১

কি দোষ করেছি নাথ
তোমার চরণ তলে।
শোকে দুঃখে পাপে তাপে
দিবানিশি প্রাণ জ্বলে ॥

২

প্রথমে সংসারে নাথ
হারাইনু পিতৃধনে।
কাড়িয়া লইলে দেব
হায় অকরুণমনে ॥

৩

প্রথম শোকের সেই
কি তীব্র আঘাত ব্যথা।
ভাষায় বোঝাব কত
মুখে নাহি সরে কথা ॥

৪

বহুদিন শোক মগ্ন
ছিনু আত্মহারা হয়ে।
আবার উঠিনু দেব
গেল বুকে সব সয়ে ॥

৫

নয়টি বৎসর পরে
হারায়ে,—'দিদিরে', হায়।
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে
পুনঃ শোকবেদনায়

৬

'পিতৃমাতৃহীন' সোতে
কি ব্যথা বুকেতে তার
হেরিয়া সে শুষ্ক মুখ
কি যাতনা অনিবার ॥

৭

হায় হায় কি বলিব
বিনা মেঘে অকস্মাৎ।
দেখিনু 'খোকার' নেত্রে
পুত্রশোক অশ্রুপাত ॥

৮

কোমল প্রকৃতি 'খোকা'
আমার সোনার ভাই।
তার পুত্র শোক অশ্রু
দেখিতে কি হোল তাই ॥

৯

হা নিঠুর ভাগ্য ফলে
কন্যা শোক অশ্রুপাত।
কি বেদনা এ হৃদয়ে
শত শত শেলাঘাত ॥

১০

নীরবে সহিনু দেব
ভেঙ্গে গেছে এ হৃদয়।
স্মরিয়া তাহারে আজ (ও)
শোক অশ্রু বহে যায় ॥

১১

বহে যায় হেরিলে সে
'মা হারা' সন্তান তার।
কি আগুনে পোড়ে প্রাণ
মলিন নির্ম্মল তার ॥

১২

তারপর হায় দেব
আনন্দপ্রতিম মম।
হারাইনু পুত্ররত্ন
স্নেহভরা নিরুপম ॥

১৩

সে ক্ষুদ্র কোমল মুখে
কোমল সম্ভাষ তার।
চির আদরের সেই
কি মূরতি সুষমার ॥

১৪

অফুরন্ত খেলা রাখি
ঢেলে দিয়ে শোকভার।
রেখে গেল চিরতরে
শোকতপ্ত অশ্রুধার ॥

১৫

ভ্রাতুষ্পুত্র হারা দেব
আবার হইনু পরে
শোকের উপরে শোক
হৃদি বাঁধি কি প্রকারে।

১৬

যুগলদৌহিত্রহারা
হয়েছি যে অতঃপর
কি শোক বেদনা প্রাণে
অশ্রু ঝরে দর দর ॥

১৭

অমূল্য মাণিক্য সম
আশার পুত্তলি হায়।
চলে গেছে কি বেদনা
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়॥

১৮

পুত্র শোক অশ্রুমাখা
"হিরণের" "কিরণের"।
দেখিয়া সে মুখ হায়
হৃদয় ভেঙ্গেছে ফের॥

১৯

সদা ভয় হয় দেব
যা দিয়াছ সংসারের।
পলকে প্রলয় হেরি
হারাই হারাই ফের॥

২০

চিন্তাক্লিষ্ট অবসন্ন
ভগ্ন এই শূন্য প্রাণ।
থাকিতে পারেনা আর
স্থান দাও ভগবান্॥

২১

আবার আবার দেব
কি নিঠুর শেলাঘাত।
হৃদয়ে করিলে দেব
শোক তীক্ষ্ণ বজ্রাঘাত॥

২২

আনন্দ প্রতিমারূপী
স্নেহের 'হিরণ' ধন।
কেড়ে নিলে হায় হায়
আঁধারিয়া এ ভুবন॥

২৩

কি তীক্ষ্ণ শোকের জ্বালা
দিলে নাথ মাতৃপ্রাণে।
শোকতপ্ত অশ্রুধারা
হায় অকরুণ মনে॥

২৪

মাতৃহারা দুটি শিশু
কাঁদিয়া বিফল তারা
কি করে বাঁধিব হৃদি
মুছিব এ অশ্রুধারা॥

২৫

তারপরে হায় দেব
না বাঁধিতে এ হৃদয়।
স্নেহের সে 'সুহাসিনী'
কেড়ে নিলে নিরদয়॥

২৬

দেবরের কন্যা বটে
হাতে গড়া সোনাফুল।
আমার তনয়ারূপি'
মমতার নাহি ভুল॥

২৭

কি শোক হৃদয়ে জাগে
নয়নে কি অশ্রুধার॥
কি করে বাঁধিব প্রাণ
বল দেব একবার॥

২৮

চারিটি 'মাহারা' শিশু
আকুল ক্রন্দন তার।
কি শোক বেদনাপ্রাণে
হৃদয়ে কি হাহাকার॥

২৯

তারপর হায় দেব
দৌহিত্রী সে ঊষাফুলে।
হারাণু আবার দেব
কি নিঠুর ভাগ্যবলে॥

৩০

'মা হারা' একটি শিশু
রাখি স্মৃতিচিহ্ন তার।
চলে গেল ধরা হতে
দিয়া শোক-অশ্রুধার॥

৩১

তারপর হায় দেব
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া মম
হারাইনু অসময়ে
কেন দেব প্রিয়তম॥

৩২

'মা হারা' ছয়টি প্রাণে
দিয়া শোক অশ্রুধার।
রেখে গেল ধরাভরা
শোক তীব্র হাহাকার॥

৩৩

তারপর হায় দেব
জ্যেষ্ঠপুত্র বধূমম।
চলে গেল অসময়ে
দিয়া শোকবজ্র পুনঃ ॥

৩৪

অসমাপ্ত খেলা রাখি
চলে গেছে ভাগ্যবতী।
কেমনে ভুলিব হায়
কমনীয় সে মুরতি ॥

৩৫

দর দর অশ্রুঝরে
বাঁধিতে আবার প্রাণ।
পারিনা পারিনা আর
লও মোরে ভগবান্ ॥

৩৬

তারপর হায় দেব
বংশের দুলালী মম।
হারায়েছি কোন পাপে
বল ওহে প্রিয়তম ॥

৩৭

কমনীয় সে মুরতি
মোহিনী স্বপনভরা।
চির আদরের সেই
কি মুরতি মনোহরা ॥

৩৮

ভুলিতে পারিনা দেব
বল ওহে কত সয়।
শুষ্ক এ কপোলে সদা
শোক অশ্রু বহে যায় ॥

৩৯

আবার আবার দেব
মধ্যমা ভ্রাতৃজায়ারে।
হারাইয়া অশ্রুজল
সদা দু'নয়নে ঝরে ॥

৪০

পাঁচটি সে পুত্র কন্যা
'মা হারা' হইল হায়।
তাহাদের অশ্রুজলে
পাষাণ (ও) গলিয়া যায় ॥

৪১

আবার জ্যেষ্ঠ জামাতা
হারাইয়া এধরায়।
দর দর দু'নয়নে
অশ্রুধারা বহে যায়॥

৪২

আবার দৌহিত্রিমম
'বীনারে' হারায়ে হায়।
পারিনা সহিতে আর
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়॥

৪৩

রাখি ক্ষুদ্র স্মৃতিচিহ্ন
না ফুরাতে ছেলে খেলা।
চলে গেল অসময়ে
হায় না ফুরাতে বেলা॥

৪৪

শোক-অশ্রুঝরে পড়ে
জাগে মনে সব ব্যথা।
হারাণ রতনগুলি
সেকি ভুলিবার কথা॥

৪৫

তারপর হায় দেব
ভগ্নাপুত্রবধূ মম।
হারাইয়ে তারে হায়
অশ্রু ঝরে পুনঃ পুনঃ॥

৪৬

পিতৃ-মাতৃহীন 'সোতে'
স্ত্রী পুত্র লইয়া হায়।
সংসারী হইয়া সুখে
ছিল তব পদ ছায়॥

৪৭

দিয়া দাগা তার প্রাণে
হরিলে অমিয় তার।
কি শোক বেদনা প্রাণে
জাগে শুধু হাহাকার॥

৪৮

তারপর হায় দেব
কহিতে না সরে বাণী।
তুলে নিলে ধরা হতে
সোণার 'কিরণরাণী'॥

৪৯

কমনীয় সে মূরতি
আলোকরা রূপে গুণে।
কেড়ে নিলে কেন দেব
হায় অকরুণ মনে ॥

৫০

হৃদয়ের নিধি সেই
আমার গলার হার
কি দাগা যে এই বুকে
নয়নে কি অশ্রুধার ॥

৫১

চূর্ণ হল হৃদি প্রাণ
হৃদি-ভরা কি নিরাশা।
ঘেরিয়া রহিল শুধু
ঘন ঘোর অমানিশা ॥

৫২

সব খেলা বাকি রাখি
চলে গেছে ভাগ্যবতী
বিভুর চরণতলে
সতী-স্বর্গলোকে সতী ॥

৫৩

তারপর ছিল বাকি
নিজের বৈধব্যবেশ।
ভগবান্ এও তুমি
করিলে কি অবশেষ ॥

৫৪

কি পাপে কি পাপে হায়
দিয়া সে অমূল্য নিধি।
হায় নিরদয় মনে
কেন কেড়ে নিলে বিধি ॥

৫৫

পারিনা সহিতে আর
বাঁধিতে আবার প্রাণ।
দয়াময় দয়া করে
দাও ও চরণে স্থান ॥

৫৬

জীবনের সাথী ফেলে
শূন্য ঘরে একা আর।
পারিনা থাকিতে দেব
লও তুলে এইবার ॥

৫৭

তারপর হায় দেব
ভগিনীপতিরে মম।
কাড়িয়া লইলে দেব
শোক-বজ্র দিয়া পুনঃ

৫৮

একটি ভগিনী মম
তাহার এ দশা হায়।
সহিতে পারিনা আর
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়॥

৫৯

পুত্রকন্যাহীনা সে যে
পতিই সর্ব্বস্ব তার।
কাড়িয়া লইয়া পতি
দিলে শোক হাহাকার॥

৬০

কতই সহালে দেব
কত সহে এই বুকে।
অবসন্ন হৃদি প্রাণ
জ্বলিছে শুধুই দুঃখে॥

৬১

এখন (ও) হয়নি শেষ
মধ্যম জামাতা পুনঃ।
গেল চলে অসময়ে
শোক-বজ্র দিয়া পুনঃ॥

৬২

মলিন বৈধব্যবেশ
দেখিয়া কন্যার হায়।
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে
তীব্র শোক বেদনায়॥

৬৩

তার নাবালক পুত্র
কত সে যে অসহায়।
কে বুঝিবে কত ব্যথা
কে জানিবে এ ধরায়॥

৬৪

জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে
দারুণ শোকাগ্নিভরা।
কতকাল পুষে বুকে
থাকিব বল এ ধরা॥

৬৫

তারপর মাতৃহারা
হইলাম এতদিনে।
আবার শোকের শিক্ষা
হায় জ্বালাইলে প্রাণে ॥

৬৬

এতদিন শোকে দুঃখে
মায়ের স্নেহের কোলে।
ক্ষণিকের তরে তবু
থাকিতাম সব ভুলে ॥

৬৭

শিরে দিয়া হাতখানি
আশীর্ব্বাদ-বাণী মুখে।
সকল-সন্তাপ-হরা
শান্তিময়ী দেবীরূপে ॥

৬৮

ভরেছিলে হৃদি প্রাণ
করুণারূপিনী দেবী।
কৃতার্থ 'মা' হয়েছিনু
তোমার চরণ সেবি ॥

৬৯

সে সুখও চলিয়া গেল
জুড়াবেনা প্রাণ আর।
হৃদয় ভেদিয়া শুধু
উঠিতেছে হাহাকার ॥

৭০

এখন (ও) হয়নি শেষ
ছোট ভ্রাতা হায় মম।
অকালে চলিয়া গেল
আঁধারিয়া এ ভুবন ॥

৭১

মায়ের কোলের ছেলে
হেথাকার সব ভুলে।
চলে গেল ধরা হতে
স্নেহময়ী মাতৃকোলে ॥

৭২

হায়রে পাষাণপ্রাণে
কোল হ'তে দিনু ছাড়ি।
হাতেগড়া পুতুলটি
তবু আছি প্রাণ ধরি ॥

৭৩

তুষের আগুনসম
কি জ্বালা জ্বলিছে বুকে ।
কে বুঝিবে এ জগতে
কহিতে না ভাষা মুখে ॥

৭৪

না বাঁধিতে প্রাণ পুনঃ
না ফুরাতে হাহাকার।
চলে গেল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
হায় কি বলিব আর ॥

৭৫

কি শোকের তীব্র জ্বালা
হৃদি পুড়ে ছারখার।
অবসন্ন ভগ্নপ্রাণ
পারেনা পারেনা আর॥

৭৬

কমনীয় সে মূরতি
সোনার কার্ত্তিক প্রায়।
কি মিষ্ট হাসিটি মুখে
ভরা কিবা সুষমায় ॥

৭৭

কাছে বসে হায় হায়
বিদায় দিইয়া তোরে।
কি করে রহেছি বেঁচে
এখন (ও) পরাণ ধরে ॥

৭৮

তারপর মাতৃহারা
আমাদের 'প্রভারাণী'।
চলে গেল ধরা হতে
না ক'য়ে একটি বাণী ॥

৭৯

জানিনা নাতিনী তোর
কি ব্যথা বাজিল প্রাণে।
চাহিলে না কার (ও) পানে
হায় অকরুণ মনে ॥

৮০

'সু' তোমার মেয়ে আজ
গিয়াছে তোমার কোলে।
তোমাহারা ধরা আর
ভাল লাগিলনা বলে ॥

৮১

আবার আবার হায়
বহিল রে অশ্রুধারা।
স্নেহের ‘ষতীন’ ধন
তাহারে হইয়ে হারা॥

৮২

মনে পড়ে কত কথা
হৃদি করি, তোলপাড়।
পারিনা বাঁধিতে প্রাণ
দুর্ব্বহ জীবন ভার॥

৮৩

মনে করি কাঁদিব না
ফেলিবনা অশ্রুধার।
মরিয়া অমর হয়ে
আছে সে যে চরাচর

৮৪

'প্রেসে' গেছে 'অশ্রুধারা'
হায় ভাবিলাম মনে।
ফেলিবনা আর অশ্রু
মুছিলাম এতদিনে ॥

৮৫

হায় নিদারুণ বিধি
এত কিগো ছিল মনে।
আবার বহালে অশ্রু
হরি শেষ ভ্রাতৃধনে ॥

৮৬

একে একে বিসর্জ্জন
দিলাম তিনটি ভাই
আজ ওরে এ জগতে
'ভাই' বলে কেহ নাই ॥

৮৭

সহিতে পারিনা আর
দুর্ব্বহ জীবন ভার।
বলহে জগৎস্বামী
কি পরীক্ষা বাকি আর

৮৮

স্মরিয়া সকল কথা
গুমরিয়া উঠে প্রাণ।
নয়নে আসেনা অশ্রু
শুষ্ক মরু ভগ্নপ্রাণ ॥

৮৯

একটি জীবনে নাথ
কত শোক স্তরে স্তরে
সহালে হে দয়াময়
লও এবে কৃপা করে ॥

৯০

এখন (ও) কি কর্ম্মভোগ
হয়নি আমার শেষ।
দয়া করে একবার
বল ওহে পরমেশ ॥

৯১

যাহা দিয়াছিলে দেব
অতুলনা এ ধরার।
একে একে তুলে নিলে
আছে কিবা বলিবার ॥

৯২

শুধু নিবেদন আজ
করি নাথ করযোড়ে।
মুছাইয়া অশ্রুধারা
লও তুলে স্নেহক্রোড়ে ॥

সমাপ্ত।